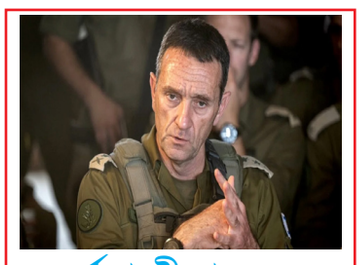

ব্যর্থতা স্বীকার করে পদত্যাগ করলেন ইসরায়েলি সেনাপ্রধান

সারে-জমিন

আইএসএফের সভায় ফোন ভাষণে নওশাদের তোপ রাজ্য ও কেন্দ্রকে

রূপসী বাংলা

ট্রাম্প ও মাস্ক ভয়ংকর এক শ্রেণিযুদ্ধ শুরু করেছেন

সম্পাদকীয়

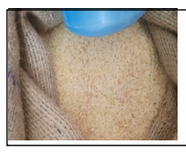

মিড ডে মিলের চালে পোকা, শোরগোল রামজীবনপুরে

সাধারণ

ভারতীয় ক্রিকেটে ১০ দফার প্রভাব, ১২ বছর পর রঞ্জিতে কোহলি

খেলতে খেলতে

আপনজন

বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
Daily APONZONE

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

বুধবার
২২ জানুয়ারি, ২০২৫
৭ মাঘ ১৪৩১
২০ রজব ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 20 ■ Issue: 22 ■ Daily APONZONE ■ 22 January 2025 ■ Wednesday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com

প্রথম নজর

গোমাংস খাওয়া সন্দেহে বজরং দল বাড়িতে হানা দিতেই আত্মঘাতী হলেন ছত্তিশগড়ের হিন্দু যুবক

আপনজন ডেস্ক: গো মাংস খাওয়ার অভিযোগে ছত্তিশগড়ের দুর্গ জেলায় বজরং দল ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সদস্যরা লোকেশ সোনির বাড়িতে হানা দিলে ২৩ বছরের ওই যুবক আত্মহত্যা করেন। ছত্তিশগড় পুলিশ রবিবার ভিলাই শহরের সুপোলা থানা এলাকায় বজরং দলের কয়েকজন সদস্য দাবি করেন, তিনটি বাড়িতে গরুর মাংস পাওয়া গিয়েছে। সোনির পরিবারের দাবি, বজরং দলের নেতাদের জবরদস্তি তাঁকে চরম পদক্ষেপ নিতে বাধ্য করেছে। সোনির কাকিমা জানিয়েছেন, হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের বাড়িতে হানা দিলে ভুক্তভোগী ঘরের ভিতরে নিজেকে বন্ধ করে ফেলেন। কিছুক্ষণ পরে তারা জোর করে দরজা খুললে তারা তার আত্মহত্যার বিষয়টি জানতে পারে।

তিনি বলেন, সোনি মাঝে মাঝে খাওয়ার জন্য মাংস বাড়িতে নিয়ে আসে। কেউ এ নিয়ে অভিযোগ করেছেন। এরপর বজরং দলের সদস্যরা আমাদের বাড়িতে অভিযান চালায়। তারাই মূলত সোনিকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়।

এদিকে, বজরং দলের নেতারা জানিয়েছেন, কৃষ্ণনগরের একটি মন্দিরের কাছে গরুর মাংস বিক্রি হচ্ছে বলে তাদের খবর দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে সোনি গোমাংস কেনে বলে তাদের অভিযোগ। এদিকে পুলিশ জানিয়েছে, তারা বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। স্থানীয় থানার অফিসার সত্যপ্রকাশ তিওয়ারি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, মৃতের বাড়ি থেকে গোমাংস পাওয়া গেছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এদিকে, ছত্তিশগড়ের রায়পুরের সমাজকর্মী কুণাল শুক্লা বলেন, হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠীগুলি গোরক্ষার নামে গুন্ডামি চালাচ্ছে এবং তাদের পুলিশি সুরক্ষা রয়েছে। গোমাংসের বিষয়টি নিশ্চিত না হলেও বজরং দলের ভয়ে লোকেশ সোনি আত্মহত্যা করেছে। এ ব্যাপারে সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে বলেন, গোরক্ষার নামে কি কোনও মানুষের প্রাণ এভাবে কেড়ে নেওয়া যায়?

সীমান্তে বাংলাদেশিদের সঙ্গে উত্তেজনা এড়িয়ে চলার ডাক মমতার

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মঙ্গলবার মালদহের জেলা ক্রীড়া সংস্থার স্টেডিয়ামে প্রশাসনিক প্রচার অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মালদহ জেলার জনগণকে সীমান্তে বাংলাদেশিদের সাথে সংঘর্ষ এড়াতে আবেদন জানান। সীমান্তবর্তী জেলাটিতে উত্তেজনার মধ্যে এই মন্তব্য এসেছে যেখানে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতারবিহীন অংশগুলি সুরক্ষিত করার বিএসএফের প্রচেষ্টা প্রতিবেশী দেশের প্রতিরোধের মুখোমুখি হয়েছে।

বাংলাদেশের সঙ্গে যে কোনও ধরনের ঝামেলা মেটানোর দায় কার্যত বিএসএফের কাঁধেই চাপিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রশাসনিক সভায় তিনি বলেন, সীমান্তে কোনও ঝামেলা হলে এলাকার মানুষজন যেন সেদিকে না যান। তার জন্য তিনি সতর্ক করার পাশাপাশি জানান, কোনও হোটেল কিংবা বাড়িতে যেন সমাজবিরোধী কিংবা জঙ্গিরা বাসা বাঁধতে না পারে, সেবিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে। সরকারি মঞ্চ থেকে এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা কেউ যেন দাঙ্গা না-করি। ওপার বাংলায় একটু সমস্যা হচ্ছে বিএসএফের সঙ্গে। বর্ডার দেখার দায়িত্ব বিএসএফের। মনে রাখবেন, বিএসএফের সঙ্গে যদি ওদের বচসা হয়, তাহলে আমি

পুলিশকে লাউডস্পিকারে ঘোষণা করার নির্দেশ দিচ্ছি তা জানানোর। এরপর আপনারা গ্রামের লোকেরা সেখানে যাবেন না। বাদবাকিটা প্রশাসন দেখে নেবে। আমি বিশ্বাস করি, হয়তো একদিন আমাদের সম্পর্ক আবার ভালো হয়ে যাবে। কিন্তু এটা লক্ষ্য রাখবেন, যেন কোনও সমাজবিরোধী, কোনও জঙ্গি, কারও হোটেলে বা কারও বাড়িতে ভাড়া নেওয়ার নাম করে ডেরা বাঁধতে না পারে। কোনও সমাজবিরোধী, তারা যেন ঘুঘুর বাসা বানাতে না পারে সেই দিকে নজড় রাখতে বলবো প্রশাসনকে। শান্তির বার্তা দিয়ে বলেন,এটা মাথায় রাখতে হবে উন্নয়ন তখনই হয়, যখন শান্তি থাকে।

মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থা ময়দানে সরকারি পরিষেবা প্রদান অনুষ্ঠান করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সভা শুরুর আগে সকাল থেকেই মালদা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে আসতে শুরু করেন দলীয় কর্মীরা। মুখ্যমন্ত্রী'র কর্মসূচিতে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী সহ একাধিক প্রকল্পের প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মিছিল করে আসতে দেখা গিয়েছে পড়ুয়ারাদেরও। মালদা শহরের রথবাড়ি থেকে মিছিল করে অন্য দিকে সেতুমোড় থেকে মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার ময়দানে পৌঁছন উৎসুক মানুষজন। সেখানেই মুখ্যমন্ত্রীর হাত দিয়ে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প পরিসেবার সূচনা হয়।

মঞ্চে আসার আগে বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। মঞ্চে উঠে নিহত বাবলা সরকারের ছবিতে ফুল দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিন জেলা সফরে সোমবার মুর্শিদাবাদ থেকে মালদহে পৌঁছন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর তিনি যাবেন আলিপুরদুয়ার জেলায়।

সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানি আজ

সঞ্জয় রায়ের মৃত্যুদণ্ড চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ রাজ্য সরকার

আপনজন ডেস্ক: আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসক ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় দোষীর ফাঁসির দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শিয়ালদহ আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সঞ্জয় রায়কে আমৃত্যু যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দেওয়ার কথা ঘোষণা করার ২৪ ঘন্টারও কম সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকার এই পদক্ষেপ নিল। সোমবার শিয়ালদহের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ অনির্বাণ দাসের দেওয়া আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার অনুমতি চেয়ে বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ শাব্বির রশিদির ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হন অ্যাডভোকেট জেনারেল কিশোর দত্ত।মঙ্গলবার দিনের শেষে আপিল দায়েরের যথাযথ প্রক্রিয়া শেষ হলে চলতি সপ্তাহেই মামলাটির বিচারিক প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে বলে হাইকোর্ট সূত্রে জানা গেছে। সরকারি আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পর শিয়ালদহ আদালত রায়কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। আদালত সঞ্জয় রায়কে ৫০,০০০ টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং রাজ্য সরকারকে মৃত চিকিৎসকের পরিবারকে ১৭ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। এই মামলাটি মৃত্যুদণ্ড

আরোপের জন্য পূর্ববর্তী শীর্ষ আদালতের রায়ের প্রতিষ্ঠিত নির্দেশিকার কঠোর মানদণ্ড পূরণ করে না বলে ধরে রেখে নিম্ন আদালত এই অপরাধকে "বিরলের মধ্যে বিরলতম" হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা থেকে বিরত থাকে। সুপ্রিম কোর্ট ধারাবাহিকভাবে জোর দিয়ে বলেছে যে মৃত্যুদণ্ড কেবলমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতেই ব্যবহার করা উচিত যেখানে সম্প্রদায়ের সম্মিলিত বিবেক এতটাই হতবাক হয়ে যায় যে তারা আশা করে যে বিচারিক ক্ষমতার ধারকরা মৃত্যুদণ্ড দেবে। শিয়ালদহ আদালতের রায়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, আরজি কর জুনিয়র ডাক্তারের ধর্ষণ ও হত্যা মামলায় আমি সত্যিই হতবাক হয়েছি যে আদালতের আজকের রায়ে দেখা গেছে যে এটি বিরলের মধ্যে বিরলতম মামলা নয়! আমি নিশ্চিত যে এটি প্রকৃতপক্ষে বিরলের মধ্যে একটি বিরলতম মামলা যা মৃত্যুদণ্ডের দাবি করে। তিনি বলেন, আরজি করের মৃত্যুর ঘটনায় অভিযুক্তদের ফাঁসির দাবি জানাচ্ছি। অন্যদিকে, কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এ জুনিয়র ডাক্তারকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্টে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বিচারপতি সঞ্জয় কুমার এবং বিচারপতি কে ভি বিশ্বনাথনকে নিয়ে গঠিত প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্নার বেঞ্চে মামলার শুনানি হবে আজ বুধবার।

নাবালিকা ধর্ষণে ফাঁসির সাজা

আপনজন ডেস্ক: ছত্তিশগড়ের কোরবা জেলার একটি আদালত পিছিয়ে পড়া আদিবাসী সম্প্রদায় 'কোরওয়া'-এর একটি নাবালিকা মেয়েকে গণধর্ষণ এবং তার পরিবারের তিন সদস্যকে হত্যার মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ রায় দিয়েছে। এই মামলাটিকে বিরল বলে বর্ণনা করে আদালত পসকো আইনে পাঁচ অভিযুক্তকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। এ মামলায় অপর আসামিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে চলা এই মামলার শুনানিতে সোমবার বিচারক মমতা ভুজওয়ানির ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দিয়েছে। সাজা ঘোষণা করে বিচারক মমতা ভুজওয়ানি বলেন, এটি একটি অমানবিক নৃশংস অপরাধ, বর্বরতা ও কাপুরুষতা। লালসা চরিতার্থ করতে এই খুন করেছে।

আশ শিফা ইনস্টিটিউট অফ নার্সিং

❑ জগন্নাথপুর ❑ সহরার হাট ❑ ফলতা ❑ দঃ ২৪ পরগণা পিন- ৭৪৩৫০৪

মেয়েদের সুরক্ষা আমাদের কাছে অগ্রগণ্য।
এবং একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল

আর ভিন রাজ্যে নয়!
মেয়েদের নার্সিং স্কুল
এখন
ফলতার সহরারহাটে

২০২৪-২৫ বর্ষে
GNM
কোর্সে
ভর্তি চলছে

- অভিজ্ঞ প্রফেসর ডাক্তার দ্বারা পরিচালিত।
- আধুনিক সুসজ্জিত ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি।
- ১০০ বেড সমৃদ্ধ নিজস্ব হাসপাতালে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা।
- জেলায় প্রথম একই ক্যাম্পাসে হাসপাতাল ও নার্সিং স্কুল।
- উন্নত পরিকাঠামোযুক্ত সুপরিসর ভবন।

অন্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক কম কোর্স ফিজ - 2.5 লাখ

স্কলারশিপ, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ডের ব্যবস্থা আছে

সায়েন্স / আর্টস / কমার্স---
যেকোন স্ট্রিমে HS-এ
40% নম্বর পেলেই ভর্তি হতে পারবেন

যোগাযোগ
6295 122 937
9732 589 556
www.ashsheefahospital.com

ওয়েস্ট বেঙ্গল নার্সিং কাউন্সিল অনুমোদিত

ডাঃ ফারুক উদ্দিন পুরকাইত (ডিরেক্টর), MBBS, MD, Dip Card

প্রথম নজর

গৃহবধূকে খুন করে ঝুলিয়ে দেওয়ার অভিযোগ

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● ক্যানিং

আপনজন: এক গৃহবধুকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠলো স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত ঠাকুরানিবেড়িয়ার সুন্দিপুকুরিয়া গ্রামে। মৃত বধুর নাম আসমীরা সরদার(২১)। ক্যানিং থানার পুলিশ খবর পেয়ে ওই বধু মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্থানীয় সুত্রের খবর ,গত প্রায় চার বছর আগে ঠাকুরানিবেড়িয়ার সুন্দিপুকুরিয়া গ্রামের যুবক মিজানুর সরদারের সাথে বিয়ে হয় বারুইপুরের বৃন্দাখালির আসমীরা'র অভিযোগ বিয়ের পর থেকে অতিরিক্ত পণের দাবী করে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চালাতো স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির লোকজন।

৪৩ তম বই মেলা উদ্বোধন বোলপুরে

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: আবার কাজল শেখ ও অনুব্রত মণ্ডল কে একসঙ্গে দেখা গেল বইমেলা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় বোলপুর ডাক বাংলা ময়দানে বইমেলা শুভ সূচনা হলো। এই বইমেলা চলবে সাত দিন। প্রায় ১০০ টি স্টল বইমেলায় স্থান পেয়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বই মেলা উপলক্ষে একটি রেলিতে অংশগ্রহণ করে। এই রেলিটি শেষ হয় ডাকবাংলা বইমেলা প্রাঙ্গণে। প্রদীপ উজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে এই বইমেলার সূচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন এসএসডি চেয়ারম্যান অনুব্রত মণ্ডল, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দনাথ সিনহা, ডেপুটি স্পিকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায়, বীরভূম জেলার সভাধিপতি কাজল শেখ, নানুরের বিধানচন্দ্র মাঝি, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রানা মুখোপাধ্যায়, বোলপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান পর্না ঘোষ মহাশয়া, বোলপুর মহকুমা শাসক অয়ন নাথ, প্রলয় নায়েক প্রমুখ।

রায়দিঘীতে সমবায় নির্বাচনে ব্যাপক জয় তৃণমূল কংগ্রেসের

নকিব উদ্দিন গাজী ● রায়দিঘী

আপনজন: কৈলাশপুর কৃষি উন্নয়ন সমবায় সমিতিতে ব্যাপক জয় তৃণমূলের, দক্ষিণ ২৪ পরগনার রায়দিঘী বিধানসভা জুড়ে ধীরে ধীরে সংগঠন কি দুর্বল হচ্ছে বিজেপির? এই প্রশ্ন এখন উঠতে শুরু করেছে স্থানীয়দের মুখে। নন্দকুমার পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কৈলাশপুর সমবায় নির্বাচনে ধরাশয়ী হল বিজেপি। অন্যদিকে জয়ের উচ্ছাসে আবির নিয়ে বিজয় মিছিল করলেন রায়দিঘীর বিধায়ক ডঃ অলক জলদাতা ও তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা। দেখা গেল কৈলাসপুরের সমবায় নির্বাচনে, কৈলাসপুর সমবায় সমিতিতে মোট আসন ৪২ টি। এখানে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির ব্যাপক লড়াই চলে,মঙ্গলবার সন্ধ্যায় ভোট গণনার পর দেখা যায় ৪২ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস ৩৬ টি আসনে । এদিন বিধায়ক অলোক জল লতা বলেন রাজ্য সরকারের যে উন্নয়ন হচ্ছে একের পর এক সেই উন্নয়নের জয় তৃণমূল সমর্থিত এই সমিতি কেন্দ্রের যে বঞ্চনা তার যোগ্য জবাব দিয়েছে সমবায়ের সদস্যরা। পাশাপাশি সমবায় নির্বাচন ঘিরে গন্ডগোল এড়াতে রায়দিঘী থানার আইসি মানস চট্টোপাধ্যায়ের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ন নিয়ে চূড়ান্ত ব্যস্ততা সেচ দপ্তরের

সমীর দাস ● ঘাটাল

আপনজন: ঘাটালের সাংসদ দেবের স্বপ্ন এবার হয়তো শুরু হতে চলেছে। তাই গত কয়েকদিন ধরে দেখা যাচ্ছে, সেচ দপ্তরের কর্মী আধিকারিকরা সেই সকাল থেকে অনেক রাত পর্যন্ত পরিশ্রম করছেন। গত বছর বর্ষার আগে থেকেই এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় নথি-সহ সংশ্লিষ্ট 'স্কিম'গুলি চূড়ান্ত করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। চলেছিল ডিপিআর, নকশা-ডিজাইনের কাজও। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ফেব্রুয়ারিতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে এই প্রকল্পের শিলান্যাস হওয়ার কথা। সেই সময় যত এগিয়ে আসছে, তত বাড়ছে ব্যস্ততা। এখন দেখার অদূর ভবিষ্যতে বন্যাহীন ঘাটালকে আমরা দেখতে পাই কিনা!

ষাটের দশকে তৎকালীন কংগ্রেস আমলে শুরু হয়েছিল এই আলোচনা। কিন্তু তারপরে বাম আমালের ৩৪ বছর ও তৃণমূল আমালের ১১/১২ বছরে এক ইঞ্চি কাজ হয় নি। নানা সময়ে এই প্রকল্প নিয়ে নানা কাটাছেঁড়া হয়েছে। বহু বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। টাকা বরাদ্দ নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য টানাপড়েনও চলেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে এই প্রকল্প রাজ্যের টাকায় করার ঘোষণা করতেই যেন নতুন করে প্রাণ পেয়েছে এই প্রকল্প। আর সেই প্রকল্প শিলান্যাসের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই যেন রাতের ঘুম উবে গিয়েছে সেচ দফতরের কর্মীদের। জানা গিয়েছে, এই প্রকল্পের অধীনে থাকা 'স্কিম'গুলি মূলত নদী-খাল কেন্দ্রিক। খাল খনন, সংস্কার, স্লুইস গেট, পাম্প হাউস তৈরি, নদী সংস্কার-সহ অনেক কাজ নতুন করে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ঘাটালবাসি এবার কিছুটা আশার আলো দেখছেন।

আইএসএফের সভায় ফোনে ভাষণ দিয়ে নওশাদের তোপ রাজ্য ও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপি ছাড়া একমাত্র দল ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ) কলকাতায় তাদের পঞ্চম প্রতিষ্ঠা দিবস সমাবেশ করেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, এই অনুষ্ঠানটি এর প্রতিষ্ঠাতা পীরজাদা আব্বাস সিদ্দিকী বা এর চেয়ারম্যান পীরজাদা নওশাদ সিদ্দিকীর অংশগ্রহণ ছাড়াই অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আব্বাস সক্রিয় রাজনীতি এবং দলীয় বিষয় থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছেন বলে মনে হলেও, আইএসএফের একমাত্র বিধায়ক নওশাদকে কলকাতা হাইকোর্ট সমাবেশে যোগ দিতে নিষেধ করেছিল। তাঁর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ভাঙড়ের বিধায়ক টেলিফোনিক ভাষণের মাধ্যমে শহীদ মিনার মাঠে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেন। কলকাতা হাইকোর্ট পুলিশের সিদ্ধান্ত খারিজ করে আইএসএফকে শর্তসাপেক্ষে সমাবেশ করার অনুমতি দেয়। আদালত নওসাদের উপস্থিতি সীমাবদ্ধ করা, অনুষ্ঠানের সময়কাল দুপুর ১২টা থেকে বিকেল সাড়ে ৪টা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ করা এবং সর্বোচ্চ ভিড়ের আকার ৩,০০০ জনে বেঁধে দেওয়াসহ সুনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ নির্ধারণ করে। ৩১ বছর বয়সী এই নেতা তাঁর ভাষণে মুসলিম, দলিত, আদিবাসী এবং অন্যান্য প্রান্তিক সম্প্রদায়ের সংগ্রামকে উপেক্ষা করার জন্য ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিরোধী বিজেপি উভয়েরই তীব্র সমালোচনা করেন। নওসাদ সিদ্দিকী বলেন, দলিত, আদিবাসীদের ওপর অত্যাচার চলছে। জল-জঙ্গল-জমিন কেড়ে নিয়ে আদিবাসীদের উচ্ছেদ করে কর্পোরেটদের হাতে দেশের সম্পদ তুলে দেওয়া হচ্ছে। ওয়াকফ আইন সংশোধনের মাধ্যমে মুসলমানদের সম্পত্তির ওপর হস্তক্ষেপ করতে চাইছে বিজেপি সরকার। তাই এই অপদার্থদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে। আর জি কর হাসপাতালে চিকিৎসক খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় ন্যায়বিচার এখনও পাওয়া যায়নি। পরিবারের পাশে থেকে রাস্তায় ও আদালতে লড়ে ইনসাফ ছিনিয়ে আনতে হবে, নওসাদ সিদ্দিকী জানান। শুভেন্দু অধিকারী ও সুকান্ত মজুমদার রাজ্য সরকারের কোনও বিধিনিষেধের মুখোমুখি না হয়ে ক্রমাগত মুসলিম বিরোধী মন্তব্য করে চলেছেন। এদিকে আমি প্রতিটি পদক্ষেপে বাধাগ্রস্ত হচ্ছি কারণ আমি মানুষকে একত্রিত করার চেষ্টা করি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মাদ্রাসাগুলিকে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের আঁতুড়ঘর হিসাবে চিহ্নিত করার অভিযোগের বিষয়ে নীরব থাকার অভিযোগও এনেছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। নওসাদ জোর দিয়ে বলেন, রাষ্ট্রের অভিভাবক হিসেবে মাদ্রাসাগুলো রক্ষার দায়িত্ব তাঁর। পাশাপাশি, ইমাম ও মুয়াজ্জিনদের ভাতা দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত অর্থের উৎস স্পষ্ট করার জন্য তিনি রাজ্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। তাঁর অভিযোগ, আরটিআই তদন্তে পশ্চিমবঙ্গ ওয়াকফ বোর্ডের বার্ষিক আয় এক কোটি টাকারও কম। তাহলে ওয়াকাফ বোর্ড কীভাবে ৪৩ হাজারের বেশি ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে ১৫০ কোটি টাকা ভাতা দিতে পারে? সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন জেএনইউ-এর প্রাক্তন ছাত্রনেত্রী ও বর্তমানে অধ্যাপনারত আলবিনা শাকিল। তিনি সারা দেশে সংখ্যালঘুদের ওপর দমনপীড়নের কথা তুলে ধরে বলেন, সংবিধান আমাদের সবাইকে সমানাধিকার দিয়েছে। কিন্তু মোদী সরকার সংখ্যাগুরু মতবাদের দ্বারা এটাকে গত দশবছর ধরে শেষ করতে চাইছে। তার উদাহরণ হিসেবে তিনি সিএএ ও এনআরসি-র প্রসঙ্গ তোলেন। সমাবেশে আইএসএফ রাজ্য নেতৃত্বের পক্ষে বলেন অফিস সম্পাদক নাসিরুদ্দিন মীর, রাজ্য কমিটির সদস্য লক্ষীকান্ত হাঁসদা, অধ্যাপক প্রসেনজিত বসু, গাজী সাহাবুদ্দিন সিরাজী, তাপস ব্যানার্জি, কুতুবুদ্দিন ফাতেহি, আলি কালিমুল্লাহ্। সমাবেশে এছাড়াও বক্তব্য রাখেন মুসা কারিমুল্লাহ্, তৌহিদ আহমেদ খান, সাহাদাত শাহ্, ছাত্র নেতা রাকেশ বেরা প্রমুখ। আইনজীবী মহ: জামির হোসেন, জুবি সাহা, আইনজীবী সেখ সাব্বির আহমেদ, অধ্যাপক বাপি সরেন, অনির্বাণ তলাপত্র প্রমুখ দলীয় নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। অডিও মাধ্যমে সমাবেশকে অভিনন্দন জানান দলের রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিত মাইতি। সমাবেশের সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য কমিটির কার্যকারী সভাপতি সামসুর আলি মল্লিক।

বাঁশের সেতু ভেঙে পড়ে মৃত্যু, তবুও ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত জলঙ্গির গ্রামে

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে বাঁশ কিনে সেই বাঁশ দিয়ে সেতু বানিয়ে আসছেন প্রায় চল্লি বছর ধরে,তবুও প্রশাসন বা জনপ্রতিনিধিদের কোনো হেলদোল নেই। এমনি এক ঘটনা মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী ব্লকের চোঁয়াপাড়া ও সাদিখার দেয়ার এই দুই অঞ্চলের সাহেব রামপুর পারহাউস পাড়া ও জোৎসিদাম সহ কালিতলা সীমান্তের এক মাত্র যোগাযোগ মাধ্যম হলো ওই বাঁশের সেতু, দুই অঞ্চলের কয়েক হাজার মানুষের প্রতিদিন যাতায়াত ওই বাঁশের সেতু দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে, যেকোনো মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। একাধিকবার ব্লক অফিস থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত প্রধান দের গ্রামবাসীরা জানালেও কোনো সুরাহা মেলেনি।প্রতিবছর চাঁদা তুলে বাঁশ কিনে সেই বাঁশ দিয়ে সেতু বানিয়ে চলাচলের উপযোগী করে তুলে গ্রামবাসীরা বলে স্থানীয়রা জানান। স্থানীয় তহিদুল ইসলাম জানান আমরা গ্রামের মানুষ প্রথমে চাঁদা তুলে জিসিবি দিয়ে মাটি কেটে রাস্তা তৈরি করি তার পরে বাঁশ দিয়ে সেতু বানিয়ে চলাচলের ব্যবস্থা করি,তার পরেও একাধিক বার স্থানীয় দুই পঞ্চায়েত কে জানানোর পরেও কোনো কাজ হয়নি,শুধু হবে হবে সেই কথায় শুনে আসছি।এই বাঁশের সেতু দিয়ে মোটর সাইকেল করে পার হতে গিয়ে সেতু ভেংগে পড়ে গিয়ে একজনের মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে তার পরও কোনো হেলদোল নেই,তিনি আরো বলেন সরকার ও স্থানীয় পঞ্চায়েতের কোনো স্বদিচ্ছা নেই। মিরাজুল ইসলাম নামের এক বাইক চালক বলেন জীবনের ঝুকি নিয়ে এই বাঁশের সেতু দিয়ে চলাফেরা করছি,পাকা সেতু হোক সেই আবেদন করছি সরকারের কাছে। যদিও এই বিষয়ে চোঁয়াপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাক্তন প্রধান তথা বর্তমানে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য রাকিবুল ইসলাম রকি বলেন আমরা মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরেও জানিয়েছি,এবং পঞ্চায়েত থেকে ব্রিজটা করার জন্য সব কিছুই রেডি করে রেখেছি কিন্তু অর্থ না থাকার কারণে ব্রিজের কাজটি হচ্ছে না ।তবে জেলা পরিষদেও জানানো হয়েছে, খুব তাড়াতাড়ি ব্রিজের কাজ শুরু হয়ে যাবে বলে আশ্বাস দেন।যদিও জেলা পরিষদের সদস্য রাজ্জাক হোসেন বলেন বিষয়টা আমার নজরে এসেছে আমি জেলা পরিষদের মিটিংয়ে কথা তুলেছি এবং যাতে করে পাকা সেতু তৈরি করা যায় সেই ব্যবস্থা করছি আশাকরি খুব তারাতারি পাকা সেতুর কাজ শুরু হয়ে যাবে। সাদিখান দেয়ার গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহাবুল ইসলাম বলেন আমরাও পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে একাধিকবার ব্লক অফিসে জানিয়েছি যাতে করে সেতুটি তৈরি হয়।সেতুটি হলে অনেক মানুষের উপকৃত হবে।যদিও কয়েক বছর আগে ব্লক অফিস থেকে টেন্ডার করা হয়েছিল ওই সেতুটি করা জন্য কিন্তু অর্থ না থাকায় ব্লকের মাধ্যমে সেটা করা সম্ভব হয়নি।তবে আদতে কি হবে পাকা সেতু সেই দিকেই তাকিয়ে এলকাবাসী।

বঞ্চনা নিয়ে পুরসভায় বিক্ষোভ অস্থায়ী কর্মীদের

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: সোনামুখী ও বিষ্ণুপুর পুরসভার পর এবার বাঁকুড়া পুরসভাতেও আছড়ে পড়ল অস্থায়ী কর্মীদের ক্ষোভ। আজ একাধিক বাম শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে বাঁকুড়া পুরসভার গেটে অস্থায়ী কর্মীদের ক্ষোভ আছড়ে পড়ে। এরপরেও বেতন, বোনাস, ইপিএফ ও ইএসআই সংক্রান্ত বঞ্চনা বন্ধ না হলে পুরসভা অচল করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিক্ষোভকারী শ্রমিকরা। এদিনের বিক্ষোভকারীদের দাবী বাঁকুড়ার সোনামুখী ও বিষ্ণুপুর পুরসভার মতো বাঁকুড়া পুরসভাতেও অস্থায়ী কর্মী এবং সাফাই কর্মীদের প্রতি চূড়ান্ত বঞ্চনা করছে পুরসভা ও প্রশাসন। বিক্ষোভকারীদের দাবী সরকারি ভাবে অস্থায়ী কর্মীদের যেখানে দৈনিক ৩৮০ টাকা মজুরীর কথা ঘোষণা করা হয়েছে সেখানে বাঁকুড়া পুরসভার অস্থায়ী কর্মীদের মাত্র ২১০ টাকা মজুরী দেওয়া হয়।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মল্লারপুর পরিদর্শনে নাবার্ডের দল

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: বীরভূম জেলার মল্লারপুর এলাকায় নইসুভা সাধন সিংয়ের সহযোগিতায় একাধিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিদর্শন করল নাবার্ডের পর্যবেক্ষক দল। এদিন তারা বিভিন্ন প্রকল্প পরিদর্শন করে এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করেন এবং তাদের উন্নতির লক্ষ্যে নানা দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। পরিদর্শনের শুরু হয় দুবরাজপুরের পানীয় জল প্রকল্প থেকে। এরপর মোড়েশ্বর ১ নম্বর ব্লকের গোয়ালা গ্রামে জৈব সার প্রকল্প এবং রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের জাতলা গ্রামে আদিবাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জাতলা গ্রামে পৌঁছামাত্রই আদিবাসী নৃত্যের মাধ্যমে নাবার্ডের প্রতিনিধি দলকে স্বাগত জানানো হয়। প্রতিনিধি দল এলাকার সিডিউল ট্রাইব সদস্যদের হাতে সার্টিফিকেট প্রদান করেন এবং ছোট শিশুদের স্কুল ব্যাগ ও ফুটবল উপহার দেন।

দেগঙ্গা থানার সারদ সম্মান প্রদান

মনিরুজ্জামান ● বারাসাত

আপনজন: বারাসাত পুলিশ জেলার দেগঙ্গা থানার পক্ষ থেকে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শারদ সম্মান ২০২৪ প্রদান করা হল।কার্ত্তিকপুর দেগঙ্গা আদর্শ বিদ্যাপীঠ প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেগঙ্গার তিনটি ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হয়।আজিজনগর পল্লী সারথি ক্লাব,ডায়মন্ড স্পোর্টিং ক্লাব সোহাই শ্বেতপুর এবং দেগঙ্গা চট্টল পল্লী এই তিনটি ক্লাবের হাতে তুলে দেওয়া হয় সুদৃশ্য ট্রফি।শারদ সম্মান ২০২৪ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মন্ডল,বারাসাত পুলিশ জেলার অ্যাডিশনাল এসপি স্পর্শ নীলাঞ্জি,দেগঙ্গার এস ডি পি ও উৎপল পুরকাইত, দেগঙ্গার বি ডি ও ফাহিম আলম,দেগঙ্গা থানার আই সি অর্ণব গাঙ্গুলী,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির প্রতিনিধি তুষার কান্তি দাস প্রমুখ।

বাংলার বাড়ি প্রাপকদের মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা

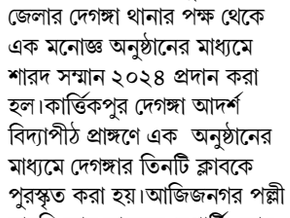

নিজস্ব প্রতিবেদক ● স্বরূপনগর

আপনজন: উত্তর ২৪ পরগনা জেলার স্বরূপনগর ব্লকের সগুনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বাংলার বাড়ি প্রাপকদের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা তুলে দেওয়া হল গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে। সোমবার শকুনা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আহুতি রায়, ইএ হারাধন বাবুরা জানান ইতিমধ্যে গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৭৮ জন বাংলার বাড়ি প্রকল্পের প্রথম কিস্তির টাকা পেয়ে গেছেন, আরও ৪৯ জনের প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। প্রথম কিস্তির টাকা এবং মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা বার্তা পেয়ে সগুনা এলাকায় বাংলার বাড়ি প্রাপকরা কার্যত আপ্লুত। কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা সত্ত্বেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার গৃহহারা গরীব, মেহনতী মানুষদের বাংলার বাড়ি দিয়ে সহায়তার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব রবিউল ইসলাম মন্ডল, সৌরভ শেখরা।

মুর্শিদাবাদের পর্যটন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী কোনও কথাই বললেন না লালবাগে

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: সোমবার নবাবের শহর মুর্শিদাবাদ তথা লালবাগের নবাব বাহাদুর'স ইনস্টিটিউশন ময়দানে প্রশাসনিক সভা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পর্যটনে সমৃদ্ধ এই শহরে সভা করা সত্ত্বেও পর্যটন নিয়ে কোন কথায় তিনি বলেননি। যার ফলে শহর তথা জেলার পর্যটন ও ব্যবসায়ী মহল হতাশা প্রকাশ করেছে। মুর্শিদাবাদ টাঙ্গা ইউনিয়নের সম্পাদক মনু শেখ বলেন, "আমরা আশাবাদী ছিলাম হয়তো মুখ্যমন্ত্রী পর্যটনের বিষয়ে কোন বড় ঘোষণা করবেন। কিন্তু পর্যটন নিয়ে তিনি একটিও কথা বলেননি। হাজারদুয়ারির পশ্চিম দিকে যেসব দোকান রয়েছে তাদের ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। কারণ হাজারদুয়ারি কর্তৃপক্ষ পশ্চিম পাড়ের রাস্তা বন্ধ রেখেছে।

সেই নিয়েও কোন কথা বলেননি তিনি। পর্যটন শিল্পের কোন কথাই তার মুখে শুনতে পাইনি আমরা।

মুর্শিদাবাদ শহরের পর্যটনকে কেন্দ্র করে প্রায় চার-পাঁচ হাজার পরিবার চলে।" কেল্লা নিজামতের নৌকার মাঝি রঞ্জিত বিশ্বাস বলেন, "আগামী ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত একটু ভিড় হবে, কিন্তু তারপর পুরোপুরি ভাবে পর্যটকের আগমন বন্ধ হয়ে যাবে। সারা বছর আমাদের রোজগারের ঠিক থাকে না। তবুও মুখ্যমন্ত্রী পর্যটন নিয়ে কিছুই বললেন না।" হস্তশিল্পের দোকানদার জীবন দাস, নুর আলমেরও একই বক্তব্য। এ প্রসঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট চেম্বার অব কমার্সের সম্পাদক স্বপন ভট্টাচার্য বলেন, নবাবের শহরে প্রশাসনিক সভা হল, অথচ পর্যটন সম্পর্কে একটি 'টু' শব্দ করলেন না মুখ্যমন্ত্রী। এতে আমরা এক প্রকার হতাশা প্রকাশ করছি। তিনি আরও বলেন, "আমরা পর্যটনের উন্নয়ন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দারস্থ হয়েছিলাম। চিঠির মাধ্যমে বেশ কিছু প্রস্তাব রাখা হয়েছিল তার কাছে। যেমন, পর্যটনে দেশের সেরা গ্রাম কিরীটেশ্বরী ও বড়নগর গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে। পর্যটকরা মুর্শিদাবাদ শহরে এসে সেখানে যেতে চাইলেও যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় তারা যায় না। ভাগীরথীর উপর একটি রোডব্রিজ নির্মাণ করা দরকার।

বাঘের তাড়ায় সাইকেল ফেলে দৌড় দিলেন দেবীপুরের মুরারী মণ্ডল

হাসান লস্কর ● কুলতলি

আপনজন: আবার বাঘ কুলতলীর মৈপিঠ কোষ্টাল থানার দেবীপুরে। টাইগার রেসকিউ টিমের সদস্য মুরারী মন্ডল। তিনি দেবীপুরের কালিপদ বাবুর বাড়িতে রাতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষার্থে সোমবার সন্ধ্যাবেলায় তিনি বাড়ি থেকে দুই চাকার সাইকেলটি নিয়ে সন্ধ্যাকালীন বার হন। তিনি ভাবছিলেন যে একটু কাছাকাছি শর্টকাট রাস্তা দিয়ে নিমন্ত্রণ বাড়িতে চলে যাবেন। আর যেমন ভাবা তেমনি কাজ। নদীবাঁধ বরাবর সাইকেলটি নিয়ে গুটি গুটি যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে সম্মুক্ষে দেখতে পেলেন বাঘ মামাকে মুরারীবাবু। কুলতলীর মৈপিঠ কোস্টাল থানার গুড়গুড়িয়া ভুবেনেশ্বরী অঞ্চলের দেবীপুরের জঙ্গল এলাকা। সন্ধ্যার মুহূর্তের অন্ধকার আচ্ছন্ন একদিকে জঙ্গল পাশে নদী সংকীর্ণ রাস্তা যেন চড়াই উৎরাই পথ,উভয় সংকটে তিনি । কুলতলির টাইগার টিমের সদস্য মুরারী মন্ডল প্রথমে তিনি ঘাবড়ে গেলেও সাহস নিয়ে দাঁড়িয়ে যান ও মুখে আওয়াজ করতে থাকেন। হাতে থাকা টর্চ লাইট টির সাহায্যে বাঘের চোখ ও মুখের দিকে আলো জ্বালাতে থাকেন। দীর্ঘ সময় ধরে তিনি বিকট আওয়াজ ও করতে থাকেন। তিনি মনে মনে ভাবতে থাকেন বাঘ মামা ভয় পেয়েছে। যেমনি ভাবা তা সত্যি ও হলো। জঙ্গলের বাঘ লাফিয়ে পড়ল। বাঘ যখন জঙ্গলে নেমে নদী সাঁতরে চলে যাচ্ছিল তখন মুরারী হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। কাছে থাকা মুঠোফোনটি দিয়ে তার সহকর্মী টাইগার টিমের সদস্যদের ফোন করতে থাকেন। একে একে তারাও জড়ো হয়ে যায়। খবর ও পৌঁছায় কুলতলী বনদপ্তরে। আধিকারিকরা তারাও রাতে আসেন ওই এলাকায় তারা বেশকিছু সময় ধরে ঘোরাঘুরিও করেন। মুরারী বাবুর উপরে বাঘের হামলার খবর চাউর হতে এলাকায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়।

সীমান্তে দালাল সহ ধৃত দুই

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নদিয়া

আপনজন: বাংলাদেশ ফেরার পথে দালাল-সহ ধৃত দুই অনুপ্রবেশকারীকয়েক মাস আগে বাংলাদেশ থেকে সীমান্ত থেকে পেরিয়ে চোরাপথে এদেশে এসেছিলেন ওই দুই যুবক। নদীয়া দালালের বাড়িতে গা ঢাকা দিয়েছিলেন দুই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। গতকাল রাতে চোরাপথে ফের বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা। সেসময় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন ধৃত বাংলাদেশিদের নাম অনুপ চক্রবর্তী ও প্রীতম বিশ্বাস।

প্রথম নজর

তানজানিয়ায় ফের জীবনঘাতি মারবার্গ ভাইরাস সনাক্ত

আপনজন ডেস্ক: তানজানিয়ার উত্তর-পশ্চিম কাগেরা অঞ্চলে মারাত্মক মারবার্গ ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে, দেশটির প্রেসিডেন্ট সামিয়া সুলুহু হাসান। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক টেড্রোস আধানম ঘেব্রেয়েসুসও উপস্থিতে ডোডোমায় এক সংবাদ সম্মেলনে হাসান জানান, কাবাইল মোবাইল ল্যাবরেটরিতে পরিচালিত এবং পরে দার এস সালামে যাচাই করা পরীক্ষায় ভাইরাল রোগে একজনের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নিশ্চিত করা হয়েছে।
হাসান আরও বলেন, “সৌভাগ্যবশত, বাকি সন্দেহভাজন রোগীদের পরীক্ষা নেতিবাচক হয়েছে”।
কাগেরায় পাঁচ দিনে নয়জন সন্দেহভাজন রোগী এবং আটজনের মৃত্যুর খবর পাওয়ার পর ১৪ জানুয়ারি সম্ভাব্য প্রাদুর্ভাবের কথা জানিয়েছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। তবে, তানজানিয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেনিস্তা মাগামা প্রাথমিকভাবে দাবিগুলি অস্বীকার করে বলেছিলেন যে কোনও আক্রান্ত রোগীর খবর পাওয়া যায়নি। ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট হাসান স্পষ্ট করে বলেছেন যে, ২৫ জন সন্দেহভাজন রোগীর খবর পাওয়া গেছে। তবে সকলেরই নেগেটিভ রিপোর্ট এসেছে এবং তাদের নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। সরকার তার প্রতিক্রিয়া প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। আক্রান্তদের পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য আক্রান্ত এলাকায় একটি রেসপন্স টিম পাঠানো হয়েছে।
কাগেরায় মারবার্গ ভাইরাস রোগের দ্বিতীয় প্রাদুর্ভাবের ঘটনা এটি। ২০২৩ সালে নয়জন আক্রান্ত হয়েছিল। যার মধ্যে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রে ভারি তুষারপাত, দক্ষিণে জরুরি অবস্থা

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ২২০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ বিপজ্জনক শীতের কবলে পড়েছেন। এর মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের লাখ লাখ বাসিন্দা রবিবার কয়েক সেন্টিমিটার তুষারপাতের সম্মুখীন হন।
যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ রাজ্যগুলোয় শীতের তীব্রতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। সিএনএনের খবরে বলা হয়, টেক্সাস থেকে দক্ষিণ ক্যারোলাইনা পর্যন্ত দক্ষিণের শহরগুলোতে সোমবার বিকেল থেকে তুষারপাত, হিমশীতল বৃষ্টি শুরু হয়েছে, যা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।
কিন্তু স্বাভাবিকভাবে এসব এলাকায় এত তীব্র শীতের আবহাওয়া বিরল।
ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের জারি করা শীতকালীন ঝড়ের সতর্কতা সোমবার সকাল থেকে মধ্য-আটলান্টিকের কিছু অংশে ইতিমধ্যে কার্যকর হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাসে ১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত তুষারপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে।
ম্যাসাচুসেটস, নিউ হ্যাম্পশায়ার, মেইন ও কানেকটিকাটের কিছু অংশে রবিবার থেকে ২৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত তুষারপাত হয়। মেরিল্যান্ডের কলেজ পার্কের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিসের আবহাওয়াবিদ মার্ক শেনার্ড অনুমান করেন, নিউ ইংল্যান্ড এবং মধ্য আটলান্টিকের প্রায় সাত কোটি বাসিন্দা আগামী দিনগুলোতে শীতকালীন ঝড়ের ঝুঁকির আওতায় থাকবে। ফিলাডেলফিয়া, নিউ ইয়র্ক এবং বস্টনের মতো বড় শহরগুলোতে কয়েক সেন্টিমিটার তুষারপাত হয়।
এই সপ্তাহের শুরু থেকে শীতল তাপমাত্রা দক্ষিণে পৌঁছবে। সেখানে সোমবার থেকে প্রায় তিন কোটি মানুষ তুষারপাত, শিলা এবং হিমশীতল বৃষ্টির মিশ্রণের শিকার হবে।
টেক্সাস থেকে উত্তর ফ্লোরিডা এবং ক্যারোলাইনা পর্যন্ত অস্বাভাবিক পরিস্থিতি প্রসারিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর প্রভাব সোমবার রাত থেকে টেক্সাসে শুরু হয়ে মঙ্গলবার থেকে বুধবার পর্যন্ত গালফ কোস্ট ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ব্যর্থতা স্বীকার করে পদত্যাগ করলেন ইসরায়েলি সেনাপ্রধান

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলের সেনাবাহিনীর প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল হার্জি হালেভি মঙ্গলবার পদত্যাগ করেছেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামাসের হামলায় বাহিনীর ‘ব্যর্থতার’ জন্য তিনি এ পদক্ষেপ নিয়েছেন।
সেনাবাহিনীর প্রকাশ করা পদত্যাগপত্রে হালেভি বলেছেন, ‘৭ অক্টোবরের (সেনাবাহিনীর) ব্যর্থতার জন্য দায় স্বীকার করে নিয়ে’ তিনি পদত্যাগ করছেন।
সেনাবাহিনীর ‘উল্লেখযোগ্য সাফল্যের’ সময়ে তিনি চলে যাচ্ছেন, যদিও যুদ্ধে ইসরায়েলের ‘সব’ লক্ষ্য অর্জিত হয়নি।
তিনি আরো বলেন, যুদ্ধের সব লক্ষ্য অর্জিত হয়নি। সেনাবাহিনী হামাস ও তার শাসনক্ষমতা আরো ভেঙে দেওয়ার জন্য লড়াই চালিয়ে যাবে, জিম্মিদের ফেরত আনার নিশ্চয়তা দেবে’ এবং হামলার কারণে বাস্তুচ্যুত হওয়া ইসরায়েলিদের তাদের ঘরে ফিরে আসার সুযোগ সৃষ্টি করবে।
হালেভি ছাড়াও ইসরায়েলের দক্ষিণাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডের প্রধান মেজর জেনারেল ইয়ারন ফিংকেলম্যান পদত্যাগ করেছেন। তিনি গাজা অঞ্চলের দায়িত্বে ছিলেন।
হালেভি ৬ মার্চ তার পদ থেকে সরে যাওয়ার আবেদন জানিয়েছেন, তার আগে ‘৭ অক্টোবরের ঘটনাগুলোর তদন্ত শেষ করবেন এবং সেনাবাহিনীর প্রস্তুতি আরো শক্তিশালী করবেন’ বলে জানিয়েছেন।
ইসরায়েলে ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাণঘাতী হামলার পর হামাসের সঙ্গে ১৫ মাস ধরে চলা যুদ্ধে বিরতি কার্যকরের কিছুদিন পর এই দুজন পদত্যাগ করলেন। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হাজার হাজার ফিলিস্তিনি যোদ্ধা গাজা থেকে দক্ষিণ ইসরায়েলে হামলা চালায়। সেই হামলায় এক হাজার ২১০ জন নিহত হয়, যাদের বেশির ভাগই ছিল বেসামরিক নাগরিক।
পাশাপাশি হামলাকারীরা ২৫১ জনকে জিম্মি করে গাজায় নিয়ে যায়, যার মধ্যে নারী, শিশু ও বৃদ্ধরা ছিল।
হামলার সময় গাজা ছিল কঠোর নজরদারির অধীনে এবং একটি অত্যাধুনিক সীমানা বেড়া দিয়ে ঘেরা, যার মধ্যে সেন্সর ও রিমোট-অপারেটেড মেশিনগান ছিল।
সেখানে অত্যাধুনিক প্রতিরক্ষা সত্ত্বেও ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা ইসরায়েলের একটি প্রধান সামরিক ঘাঁটি ও দক্ষিণাঞ্চলের আবাসিক কমিউনিটি, এমনকি একটি সংগীত উৎসবে নজিরবিহীন হামলা চালায়। এদের বিরুদ্ধে পুরোপুরি কার্যকর প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সেনাবাহিনীকে তিন দিন সময় নিতে হয়।

মেক্সিকো সীমান্তে জাতীয় জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণা ট্রাম্পের

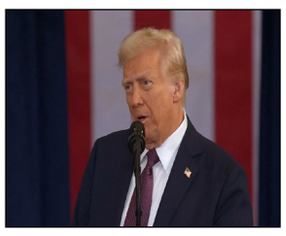

আপনজন ডেস্ক: মেক্সিকো সীমান্তে সোমবার জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই তিনি বলেছেন, বেশ কিছু নির্বাহী আদেশ জারি করতে যাচ্ছেন তিনি। তার মধ্যে রয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ সীমান্তে, যুক্তরাষ্ট্র-মেক্সিকো সীমান্তে তিনি জাতীয় জরুরি অবস্থা জারি করবেন। অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ বন্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন।
সেই সঙ্গে যে ‘লাখ লাখ অপরাধী’ অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে, তারা যেখান থেকে এসেছে, সেখানে ফেরত পাঠানো হবে।
সেই সঙ্গে তার রিমেইন ইন মেক্সিকো বা ‘মেক্সিকোতেই থাকো’ নীতি তিনি পুনরায় কার্যকর করা হবে। সীমান্ত এলাকায় আরো সেনা ও জনবল পাঠানো হবে বলেও তিনি ঘোষণা দিয়েছেন।
মাদকচক্র বা কার্টেলগুলোকে বিদেশি সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করা হবে এসব নির্বাহী আদেশে। ‘এলিয়েনস এনিমিস অ্যাক্ট অব ১৭৯৮’ পুনর্বহাল করা হবে, যাতে কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যগুলো ‘যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে বিদেশি গ্যাংগুলো’ দমনে সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে পারে।
এ ছাড়া শপথগ্রহণের দিনটিকে তিনি ‘মুক্তির দিন’ বলে বর্ণনা করেন। এর আগে ডোনাল্ড ট্রাম্প বাংলাদেশ সময় সোমবার রাত ১১টার দিকে শপথ গ্রহণ করেছেন, যার মধ্য দিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জন রবার্টস ট্রাম্পকে শপথবাক্য পাঠ করান।
তিনি সংবিধান ‘সংরক্ষণ, সুরক্ষা ও প্রতিরক্ষা’ করার শপথ নিয়েছেন। শপথ নেয়ার সময় তার সঙ্গে ছিলেন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। শপথ গ্রহণকালে ট্রাম্পের কাছে দুটি বাইবেল দেখা গেছে। এর মধ্যে একটি তার মায়ের দেওয়া এবং অন্যটি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ব্যবহৃত বাইবেল বলে জানা যাচ্ছে।
এই মুহূর্তকে স্মরণীয় করতে কামান দাগা হয়েছে, আর বাজানো হয়েছে ‘হেইল টু দ্য চিফ’।
পাশাপাশি ট্রাম্পকে তার পরিবার ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্সের সঙ্গে উদযাপন করতে দেখা গেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর নব্বইয়ের দশকের পর এই প্রথম কোনো প্রেসিডেন্ট বিজয়ী হয়ে দ্বিতীয়বার শপথ গ্রহণ করলেন, যিনি একবার নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিলেন।
ট্রাম্পের আগে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে জে ডি ভ্যান্স শপথ নেন। তাকে শপথবাক্য পাঠ করান সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ব্রেট কাভানা। শপথ নেওয়ার সময় তার সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ঊষা ভ্যান্স, যিনি হলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম ভারতীয় বংশোদ্ভূত সেকেন্ড লেডি।

ব্রিকসে যোগদানের আমন্ত্রণ পর্যালোচনা করছে সউদী আরব

আপনজন ডেস্ক: সউদী আরব ব্রিকসে যোগদানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি এবং এখনও এই সমিতিতে তার সম্ভাব্য সদস্যপদ মূল্যায়ন করছে, ব্লুমবার্গ দেশটির অর্থনীতি ও পরিকল্পনা মন্ত্রী ফয়সাল বিন ফাদিল আল-ইব্রাহিমের বরাত দিয়ে জানিয়েছে। ‘সউদী সর্বদা আরও বৈশ্বিক সংলাপ গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করে,’ ফয়সাল আল-ইব্রাহিম সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে সংস্থার টেলিভিশনের সাথে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন।
‘আমাদের ব্রিকসে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যেমনটি অতীতে ঐতিহাসিকভাবে অনেক বহুপাক্ষিক প্ল্যাটফর্মে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমরা এর বিভিন্ন দিক মূল্যায়ন করি এবং এখন, আমরা এর মাঝামাঝি,’ তিনি বলেন।
সউদী আরবের প্রতিনিধিরা বারবার বলেছেন যে, কর্তৃপক্ষ ব্রিকসের সদস্যপদ নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়নি। সউদী আরবের বাণিজ্যমন্ত্রী মাজেদ বিন আবদুল্লাহ আল-কাসাবি গত বছরের বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের সভায় বলেছিলেন যে তার দেশ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে এই গ্রুপে যোগ দেয়নি।

তুরস্কে হোটেলে আগুন: নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৬৬

আপনজন ডেস্ক: তুরস্কের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্কি পর্যটনকেন্দ্রে একটি হোটেলে ভয়াবহ আগুনে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ৬৬ জনে দাঁড়িয়েছে। দেশটির স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মঙ্গলবার এ তথ্য জানিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, হোটেলের আতঙ্কিত অতিথিরা রশি ব্যবহার করে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন। ফুটেজে দেখা গেছে, জানালাগুলো থেকে বিছানার চাদর ঝুলছে।
গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, কেউ কেউ নিরাপত্তার জন্য লাফ দিতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন।
আংকারা থেকে ১৭০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে কারতালকায়া রিসোর্টে দুর্ঘটনাস্থলে কয়েকজন মন্ত্রী উপস্থিত হয়েছেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে। কারতালকায়ায় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলী ইয়ারলিকায়া সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমাদের ব্যথা অসীম। ৬৬ জন নাগরিক প্রাণ হারিয়েছে এবং ৫১ জন আহত হয়েছে।’ কাঠের আস্তরণযুক্ত ১২ তলা গ্র্যান্ড কারতাল হোটেলে স্থানীয় সময় মঙ্গলবার রাত ৩টা ২৭ মিনিটে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুসারে, অগ্নিকাণ্ডের সময় হোটেলটিতে ২৩৮ জন অতিথি নিবন্ধিত ছিল, যা দুই সপ্তাহের স্কুল ছুটির সময় সর্বোচ্চ বলে বিবেচিত। বেসরকারি সম্প্রচারমাধ্যম এনটিভি জানিয়েছে, নিহতদের মধ্যে তিনজন জানালা থেকে লাফিয়ে পড়েছিলেন।
আগুন রেস্তোরাঁয় শুরু হয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। যদিও এর সঠিক কারণ তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। হোটেলের একটি অংশ পাহাড়ের পাশে হওয়ায় অগ্নিনির্বাপণকর্মীদের আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয়েছে।
‘আমি চিৎকার শুনেছিলাম’
এদিকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়িপ এরদোয়ান আংকারায় তার ক্ষমতাসীন একে পার্টির কংগ্রেসে ভাষণ সংক্ষিপ্ত করে বলেন, ‘আমাদের কষ্ট অসীম, আমাদের হৃদয়ের ব্যথা গভীর।’ তিনি আরো জানান, আগুনের কারণ খুঁজে বের করতে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দেন, ‘ঘটনার প্রতিটি দিক পরিষ্কার করতে ও দোষীদের বিচারের আওতায় আনতে প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’ টেলিভিশন ফুটেজে দেখা গেছে, হোটেল থেকে ধোঁয়ার বিশাল কুণ্ডলী আকাশে উঠছে, আর পেছনে বরফে ঢাকা পাহাড়।
পাশের একটি হোটেলের কর্মচারী বারিস সালগুর এনটিভিকে বলেন, ‘আমি রাতের মধ্যভাগে চিৎকার শুনেছিলাম, (হোটেলের) বাসিন্দারা সাহায্যের জন্য চিৎকার করছিল। তারা কম্বল চাইছিল, বলছিল লাফ দেব। আমরা যা পেরেছি করেছি, দড়ি, বালিশ, এমনকি সোফা নিয়ে গিয়েছিলাম। আগুন তাদের কাছে পৌঁছলে কেউ কেউ লাফ দিয়েছিল।’

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভ

আপনজন ডেস্ক: প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেকের পর যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন স্থানে ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভ হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা নিউ ইয়র্ক, ওয়াশিংটন ডিসি, লস অ্যাঞ্জেলেসসহ নানা জায়গায় সমবেত হয়ে প্রতিবাদ জানান।
ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি মঙ্গলবার (২১ জানুয়ারি) এক প্রতিবেদনে জানায়, নিউ ইয়র্কের ওয়াশিংটন স্কয়ার পার্ক, শিকাগোর ট্রাম্প টাওয়ার, ওয়াশিংটন ডিসি এবং লস অ্যাঞ্জেলেসের সিটি হলের সামনে ট্রাম্পবিরোধী শোভাযাত্রায় হাজার হাজার মানুষ অংশ নিয়েছে। এর আগে ট্রাম্পের শপথগ্রহণের এক দিন আগে ওয়াশিংটনে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী তার এবং তার রিপাবলিকান পার্টির নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।
২০১৭ সালে যখন ট্রাম্প প্রথমবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন, তখনো তার বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছিল। তবে এবারের বিক্ষোভে সেই তুলনায় জনসমাগম কম ছিল। এদিকে শিকাগোর ট্রাম্প টাওয়ার অতিক্রম করেছেন বিক্ষোভকারীরা।
ওয়াশিংটন ডিসিতেও বিক্ষোভ মিছিল দেখা গেছে।
এ ছাড়া লস অ্যাঞ্জেলেসের সিটি হলের বাইরে ট্রাম্পবিরোধী সমাবেশ হচ্ছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানে মাস্কের ‘নাৎসি’ অঙ্গভঙ্গি নিয়ে বিতর্ক

আপনজন ডেস্ক: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহারকারীরা মাস্কের বিরুদ্ধে অ্যাডলফ হিটলারের কুখ্যাত ‘সিগ হেইল স্যালুট’ দেওয়ার অভিযোগ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিষেক অনুষ্ঠানের পর এক আয়োজনে বক্তৃতা দেয়ার সময় করা এ অঙ্গভঙ্গি নিয়ে বিতর্কের মুখে পড়েছেন বিশ্বের শীর্ষ ধনী ইলন মাস্ক। ওয়াশিংটনে আয়োজিত ওই অভিষেক অনুষ্ঠানে এক্স, স্পেসএক্স এবং টেসলার প্রধান নির্বাহী মাস্ক যখন মঞ্চে ওঠেন, তখন তাকে বেশ উচ্ছ্বসিত দেখা যায়।
একপর্যায়ে তিনি এক বিশেষ অঙ্গভঙ্গি করেন। তিনি ডান হাত বুকের বাম পাশে রাখেন, তারপর সেই হাত ওপরে ছুড়ে দেন। তিনি পরপর দুইবার এই ভঙ্গি করেন। দর্শকদের অনেকেই ওই ভঙ্গিকে ‘নাৎসি’ বা ‘ফ্যাসিবাদী’ স্যালুট হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে ব্যাপক সমালোচনা হচ্ছে। গতকাল সোমবার ৪৭তম মার্কিন রাষ্ট্রপতি হিসেবে রিপাবলিকান ট্রাম্পের অভিষেক হওয়ার কয়েক ঘন্টা পর ট্রাম্প সমর্থকদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। মাস্ক নভেম্বরের নির্বাচনের ফলাফলকে ‘কোনো সাধারণ বিজয় নয়’ বলে প্রশংসা করেছেন।
তিনি ওয়াশিংটন ডিসির ক্যাপিটল ওয়ান অ্যারেনায় দাঁড়িয়ে বলেন, ‘এটি মানব সভ্যতার জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মোড় ছিল। এই বিজয় সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ ছিল।
এটি সম্ভব করার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ! আপনাদের ধন্যবাদ।’
এরপর মাস্ক তার ডান হাত বুকের ওপর রেখে সামনের দিকে তুলে ধরেন, যেখানে তার হাতের তালু নিচের দিকে এবং আঙুলগুলো সামনের দিকে একসঙ্গে ছিল।
মাস্কের কর্মকাণ্ড অনলাইনে তাৎক্ষণিকভাবে সমালোচনার মুখোমুখি হয়, কিছু সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীরা মাস্কের বিরুদ্ধে অ্যাডলফ হিটলারের কুখ্যাত ‘সিগ হেইল স্যালুট’ দেওয়ার অভিযোগ করেছেন।
ব্রিটিশ সাংবাদিক ও ধারাভাষ্যকার ওয়েন জোনস সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম এক্স-এ একটি পোস্টে বলেন, ‘এটি নাৎসি অভিবাদন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না।’ ইসরায়েলের গণমাধ্যমেও মাস্কের এ অভিবাদন জানানোর ভঙ্গিমার সমালোচনা করা হয়েছে।
‘এটি নাৎসি স্যালুট নয়’
অ্যান্টি ডিফেমেশন লীগ (এডিএল) বিশ্বের অন্যতম প্রধান অ্যান্টি-সেমিটিজম বিরোধী সংস্থা। সংগঠনটি জানিয়েছে, এই ধনকুবের ‘উৎসাহের মুহূর্তে একটি অপ্রস্তুত অঙ্গভঙ্গি’ করেছেন, যা নাৎসি স্যালুট নয়।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.২৩মি.

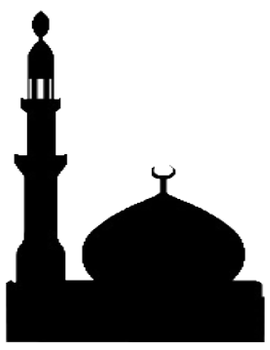

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৫৪	৬.১৮
যোহর	১১.৫৩	
আসর	৩.৪২	
মাগরিব	৫.২৩	
এশা	৬.৩৬	
তাহাজ্জুদ	১১.০৯	

ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিধসে নিহত ১৬, নিখোঁজ ৫

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার মধ্যাঞ্চলীয় জাভা প্রদেশে ভারি বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিধসে কমপক্ষে ১৬ জনের প্রাণহানি হয়েছে। দুর্যোগটিতে অন্য পাঁচজন নিখোঁজ রয়েছে। স্থানীয় পুলিশ ও দুর্যোগ কর্মকর্তার বরাত দিয়ে মঙ্গলবার জাকার্তা থেকে এএফপি এ খবর জানিয়েছে। জাভার মধ্যাঞ্চলীয় পেকালোঙ্গান নগরীর পুলিশপ্রধান দোনি প্রাকোসো স্থানীয় টিভি চ্যানেল মেট্রো টিভিকে বলেন, ১৬ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

চাকরি হারালেন ঊর্ধ্বতন চারজন, হাজারো কর্মকর্তাকে বরখাস্তের হুমকি ট্রাম্পের

আপনজন ডেস্ক: দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই ডোনাল্ড ট্রাম্প বেশ কিছু বড় ধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর অংশ হিসেবে জো বাইডেনের সময় নিয়োগ পাওয়া ঊর্ধ্বতন চারজন কর্মকর্তাকে বরখাস্ত করেছেন ট্রাম্প।
সোমবার (২০ জানুয়ারি) যুক্তরাষ্ট্রের ৪৭তম প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার পর ৭৮ বছর বয়সী ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল নামের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া পোস্টে নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন। একই পোস্টে তিনি আরো হাজারো কর্মকর্তাকে শিগগিরই বরখাস্ত করবেন বলে হুমকি দিয়েছেন।
ওই পোস্টে তিনি আরো লিখেছেন, আগের প্রশাসনের নিয়োগ দেওয়া এক হাজারের বেশি ব্যক্তিকে চিহ্নিত ও অপসারণের প্রক্রিয়া চলমান। আমেরিকাকে আবার মহান করে তোলার বিষয়ে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি, তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নন এই ব্যক্তিরা, বলেন তিনি।
বরখাস্ত হওয়া চার ব্যক্তি হলেন মার্কিন প্রেসিডেন্টের খেলাধুলা, স্বাস্থ্য-সবলতা ও পুষ্টিবিষয়ক পরিষদের হোসে আন্দ্রেজ, জাতীয় অবকাঠামো উপদেষ্টা পরিষদের মার্ক মিলে, উইলসন সেন্টার ফর স্কলারসের ব্রায়ান হুক ও রপ্তানিবিষয়ক পরিষদের কেইশা ল্যান্স বটমস। তাঁদের তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত করা হয়েছে।

মায়ানমার জান্তা ও জাতিগত সশস্ত্র গোষ্ঠী যুদ্ধবিরতিতে রাজি: চীন

আপনজন ডেস্ক: চীনা মন্ত্রণালয়টির মুখপাত্র মাও নিং গতকাল সোমবার নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে জানান, পক্ষ দুটি চীনের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর কুনমিংয়ে বৈঠকে বসে আলোচনা করেছিল, সেখানে তারা বেইজিংকে তাদের শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছে।
চীন আশঙ্কা করছে, মিয়ানমারের সঙ্গে ২,০০০ কিলোমিটারেরও বেশি দীর্ঘ সীমান্তে অস্থিরতা তৈরি হলে তাদের বিনিয়োগ ও বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এর আগে ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে বেইজিং উত্তর সীমান্তবর্তী অঞ্চলে যুদ্ধবিরতি চুক্তির মধ্যস্থতা করেছিল।
তবে কয়েক মাসের মধ্যেই সেই চুক্তি ভেঙে যায়।
মাও বলেন, ‘মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলের পরিস্থিতি ঠাণ্ডা করা এবং চীন ও মিয়ানমারের সীমান্ত এলাকাগুলোর নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা ও উন্নয়নে অবদান রাখা মিয়ানমারের সব পক্ষ এবং এ অঞ্চলের সব দেশের এক সাধারণ স্বার্থ।’
চীন মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলের শান্তি প্রক্রিয়ায় সহায়তা ও সমর্থন দিয়ে যাবে এবং সক্রিয়ভাবে শান্তি ও সংলাপের প্রচার চালিয়ে যাবে বলে মন্তব্য করেছেন মাও।

একটি আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

আল - আমীন ফাউন্ডেশন

বালক ও বালিকা বিভাগে পৃথক ক্যাম্পাসে ভর্তির সুযোগ

ভর্তি পরীক্ষা (পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণী) ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ

ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপ চলছে

যোগাযোগ: ৬২৯৬৩০৭৭৯৭ / ৯৯৩২২৪৯১১৮ / ৯৭৩৩৭১৫২৫৫ / ৮৪২০০৫৮৯৩৬

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

২০ বর্ষ, ২২ সংখ্যা, ৭ মাঘ ১৪৩১, ২০ রজব ১৪৪৬ হিজরি

আমলাতন্ত্র

উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু রাষ্ট্রের অন্তঃস্থ সমস্যা লইয়া গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করিলে যে কোনো চিন্তাশীল মানুষের মাথা ঘুরিবে। এই সকল দেশে এমন কিছু সমস্যা জাঁকিয়া বসিয়াছে, যাহা না যায় হজম করা, না যায় উগরাইয়া ফেলা। এই জাতীয় সমস্যার জন্য উন্নয়নশীলের বিশ্বের অন্তঃস্থ বিভক্তিও দূর হয় না সহজে। ইহার একটি হইল আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতার সমস্যা। ব্রিটিশরা তাহাদের বিশ্বস্ত আমলাদের দিয়াই পৃথিবীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ অঞ্চল শাসন করিতে পারিয়াছিল। কারণ, তাহারা ছিল অত্যন্ত দক্ষ ও নিরপেক্ষ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সরকারে ঘুরিয়াফিরিয়া ভিন্ন ভিন্ন দল ক্ষমতায় থাকিবে। ইহাই স্বাভাবিক। রাজনীতিবিদরা কখনো পক্ষপাতমূলক আচরণ করিতেও পারেন, তাহারা ক্ষমতায় স্থায়ীও নহেন। এই জন্য একটি আধুনিক রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়, এমন একটি স্থায়ী দক্ষ ও প্রশাসনের যাহারা দলনিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করিবে। অর্থাত্ আমলারা হইবেন পক্ষপাতহীন। বর্তমানে আমরা যেই অর্থে আমলাতন্ত্র বুঝিয়া থাকি তাহার বিকাশ শুরু হইয়াছে, উনিশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় দেশগুলির রাষ্ট্র পরিচালনার কাজে। আধুনিক আমলাতন্ত্রের জনক জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার। তিনি উনিশ শতকে তাহার ‘এসেজ ইন সোসিওলোজি’ গ্রন্থে আমলাতন্ত্র সম্পর্কে বলিয়াছেন, আমলাতন্ত্র হইল প্রশাসনের একটি ব্যবস্থা, যাহার বৈশিষ্ট্য দক্ষতা, অপক্ষপাতিত্ব এবং মানবিকতার ঊর্ধ্বে কাজ করা। স্পষ্টতই এইখানে দুইটি বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা, অপক্ষপাতিত্ব। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে আমলারা নাগরিকদের সেবা করিবেন, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রপরিচালনায় সহযোগিতা করিবেন।

কিন্তু দুঃখজনকভাবে উন্নয়নশীল বিশ্বের কিছু দেশের রাজনীতিও ঠিক হইল না, আমলারাও ঠিক নিরপেক্ষ হইল না। যাহারা যখন ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, টাকাপয়সায় কিংবা রাজনীতিতে; আমলারাও যেন সেই পক্ষের অর্থের কিংবা ক্ষমতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়েন। উন্নয়নশীল বিশ্বে দেখা যায় যে, যথেষ্ট ক্ষমতাবান ও ভালো বেতনভুক্ত হইয়াও প্রশাসনের অনেকে আরো অধিক ক্ষমতা ও অর্থের স্বাদ পাইতে নিরপেক্ষতা বিসর্জন দেন। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ রহিয়াছে, যাহার অর্থ হইল—পৃথিবীতে কোনো ফ্রি লাঞ্চ নাই। কোথাও যদি বিনামূল্যেও কিছু দেওয়া হয়, উহার অবশ্যই নেপথ্য কোনো উদ্দেশ্য থাকে। সুতরাং প্রশাসনের কেহ অন্য কাহারো নিকট ফ্রি সুবিধা লইলে, তাহাকেও যৌক্তিক মূল্যের সুবিধা প্রদান করিতে হয়। এখন, প্রশাসনের কর্মচারী-কর্মকর্তারা যদি পক্ষপাতমূলক আচরণ করেন, তাহা হইলে আমলাতন্ত্র সৃষ্টির মূল সূত্রটিই অমান্য করা হয়। কারণ নিরপেক্ষতাই আমলাতন্ত্রের মূল স্পিরিট। সুতরাং ইহার পরিপন্থি আচরণ ও কর্মকাণ্ড দিনের পর দিন চলিলে আজ হউক কাল হউক, এমনকি এক শত বত্সর পর হইলেও ইহার কুফল পাওয়া যাইবে। তবে আমলাতন্ত্রের বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা নিয়মকানুনের বাহিরে কখনোই নিজেকে বিকাইয়া দিবেন না। কারণ রাষ্ট্রযন্ত্র হইল হুপিণ্ডের মতো। যাহারা মনে করেন তাহারা রাষ্ট্রযন্ত্রকে চেনেন, তাহারা আসলে হাতুড়ে ডাক্তারদের মতো। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রযন্ত্রের ভিতর কত ধরনের ফাংশন এবং অন্তঃস্থ শিরা-উপশিরার জালিকা রহিয়াছে, তাহা কল্পনার বাহিরে। সুতরাং রাষ্ট্রযন্ত্রে মধ্যকার বিপুল শিরা-উপশিরার কোনো জালে আটকাইয়া যাইতে পারে নিয়মের বাহিরে চলা পক্ষপাতদুষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। দুঃখজনকভাবে, ব্রিটিশরা চলিয়া যাইবার পর উন্নয়নশীল বিশ্বে আজ অবধি কেহ এই সমস্যার দিকে নজর দেয় নাই, কেহ প্রশ্ন তোলে নাই। এমনকি আমলারা সম্ভবত তাহাদের কার্যবিধির পুস্তিকাটিও মনোযোগ দিয়া পড়িয়া দেখেন নাই।

কিন্তু নিয়ম তো মানিতেই হইবে। পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে দেখা গিয়াছে, আমলাতন্ত্র পক্ষপাতদুষ্ট হইলে প্রশাসন শুধু দুর্বল হইয়াই পড়ে না, জনস্বার্থও তাহাতে বিঘ্নিত হয়। দুর্বল হইয়া পড়ে আইনের শাসন। তখন ঈশান কোণে জমিতে শুরু করে বজ্রগর্ভ কৃষ্ণমেঘের ঘনঘটা। আর সেই দুর্যোগের ঘনঘটা ছড়াইয়া পড়িতে পারে অগ্নিকোণ, নৈঋতকোণ, বায়ুকোণসহ সমস্ত চরাচরে। এই সকল কারণেই নৈরাজ্য আসে, বিপ্লব সৃষ্টি হয় একটি জনপদে। সুতরাং নিয়ম মানিয়া চলাটা সকলের জন্যই মঙ্গলজনক।

ট্রাম্প ও মাস্ক ভয়ংকর এক শ্রেণিযুদ্ধ শুরু করেছেন

সাম্প্রতিক ইতিহাসে শ্রেণিযুদ্ধ এতটা নগ্ন ও প্রকাশ্য হতে দেখা যায়নি। সাধারণত শতকোটিপতিরা নিজেরা সরাসরি সামনে না এসে অনুগত লোকদের দিয়ে দরিদ্র শ্রেণির ওপর পীড়ন চালান। কিন্তু এখন তাঁদের চক্ষুলজ্জা বা সংকোচ দূর হয়ে গেছে। তাঁরা আর নিজেরা মুখোশের আড়ালে থাকছেন না। তাঁরা কোনোরকম রাখঢাক না করে খোলাখুলিই নিজেদের ক্ষমতা দেখাচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি ইলন মাস্ক এখন সরকারের ব্যয় কমানোর নামে মধ্যবিত্ত ও শ্রমজীবী মানুষের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে যাচ্ছেন। এক অর্থে তিনি তাঁদের বিরুদ্ধে ফেডারেল হামলার নেতৃত্ব দেবেন। তাঁর লক্ষ্য হলো জনপরিষেবা খাতে সরকারের ব্যয় কমানো এবং সম্পদ লুণ্ঠনকারী পুঁজিবাদের হাত থেকে সাধারণ মানুষকে রক্ষা করার জন্য যেসব সরকারি নিরাপত্তাব্যবস্থা আছে, সেগুলো বাতিল করা।

ইলন মাস্ক সরকারি ব্যয় কমানোর কাজে যাঁকে পাশে পাচ্ছেন, তিনি আরেকজন শতকোটিপতি। তাঁর নাম বিবেক রামাস্বামী। এই কাজ করার জন্য তাঁরা যাঁদের নিয়োগ দিচ্ছেন, তাঁরাও একেকজন অতিধনী ব্যক্তি। মজার ব্যাপার হলো, তাঁরা এই কাজের জন্য কোনো পারিশ্রমিক নেবেন না। শুধু ‘উদার হৃদয়’ থেকে রাষ্ট্রকে ‘ভালোবেসে’ তাঁরা এই কাজ করবেন।

৪০০ বিলিয়ন ডলারের বেশি সম্পদের মালিক মাস্ক বলেছেন, ‘আমাদের খরচ কমিয়ে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী চলতে হবে।’ খেয়াল করে দেখুন, এখানে ‘আমরা’ বলতে তিনি কিন্তু নিজেকে বোঝাচ্ছেন না, তিনি আসলে সাধারণ আমেরিকানদের কথা বোঝাচ্ছেন। আসলে ধনিক শ্রেণির কর কমানোর মতলবেই ট্রাম্প ও মাস্ক ফেডারেল বাজেট কাটছাঁট করতে চান। এই ‘দুর্ভাগা’ শ্রেণির নাকি বিশেষ সহায়তার প্রয়োজন! ২০২০ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ১২ জন শীর্ষস্থানীয় ধনী ব্যক্তির সম্পদ ‘মাত্র’ ১৯৩ শতাংশ বেড়েছে। সম্মিলিতভাবে এই ‘অসহায়’ ব্যক্তিরা এখন মোটে ২ ট্রিলিয়ন ডলারের মালিক।

যেসব দেশে এখনো সম্পূর্ণ স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাদের বোঝা উচিত, গণতন্ত্র আপনা-আপনি আসে না। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রতিবাদ ও স্বাধীন গণমাধ্যমই গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু সরকারগুলো এখন প্রতিবাদ করাও নিষিদ্ধ করছে, আর নিরপেক্ষ গণমাধ্যম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মাস্ক যে লক্ষ্য ঠিক করেছেন, তা বাস্তবায়ন করা প্রায় অসম্ভব। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার সময় বলেছিলেন, তিনি ফেডারেল ব্যয়ের ৬ দশমিক ৭৫ ট্রিলিয়ন ডলার থেকে ২ ট্রিলিয়ন ডলার ছেঁটে ফেলবেন, যা কিনা পুরো ঐচ্ছিক বাজেটের (ঐচ্ছিক বাজেট হলো যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের সেই বাজেটের অংশ, যা কংগ্রেস প্রতিবছর নতুন করে অনুমোদন দেয় এবং পরিবর্তন করতে পারে। এই বাজেট থেকে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা ও প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়) চেয়েও বেশি। ইলন মাস্কের মূল উদ্দেশ্য পরিষ্কার, তা হলো একটি কঠোর ব্যয় সংকোচন। আর এটি করা হলে বেশির ভাগ আমেরিকান মারাত্মক ক্ষতির মুখে পড়বেন।

যদি মাস্কের পরিকল্পনা সফল হয়, তাহলে তা মানুষের জীবন ও প্রকৃতির ওপর কী প্রভাব ফেলবে, তা বোঝার জন্য আর্জেন্টিনার দিকে তাকালেই হবে। সেখানে এক বছর ধরে একই ধরনের একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। সেখানে প্রেসিডেন্ট হাভিয়ের মিলেই আন্তর্জাতিক পুঁজিপতিদের স্বার্থ রক্ষায় শ্রেণিযুদ্ধ চালাচ্ছেন। ফলাফল? দারিদ্র্যের ভয়াবহ বৃদ্ধি, স্বাস্থ্যবিমা হারানো মানুষের সংখ্যা মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়া, সরকারি স্বাস্থ্য খাতে তহবিল-সংকট, বিদ্বেষমূলক অপরাধের ব্যাপক বিস্তার, বিজ্ঞান ও পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর সংঘবদ্ধ হামলা এবং বিদেশি কোম্পানিগুলোর জন্য দেশের খনিজ সম্পদ, জমি ও শ্রম দখলের অবাধ সুযোগ।

মাস্ক ও রামাস্বামী যে ব্যাপক ব্যয় সংকোচন ও নিয়ন্ত্রণ শিথিল করার পরিকল্পনা করছেন, তা বর্তমানে ইউরোপ ও আমেরিকায় জনতুষ্টিবাদী ‘নিষ্ঠুর রাজনীতির’ অংশ। এই নীতিতে শাসকের কাছে জনতার দুর্ভোগ কোনো বিষয় নয়। সেখানে সরকারের সমর্থকেরা ততক্ষণ খুশি থাকবে, যতক্ষণ তাদের শত্রুরা—বিশেষ করে অভিবাসীরা—আরও বেশি কষ্ট পেতে থাকবে। মাস্ক নিজেও এই ঘৃণার রাজনীতির একজন নেতা। তিনি দেখিয়েছেন, ভোটাররা আসলে কেমন আছেন, তা তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং তাঁরা অন্য গোষ্ঠীর তুলনায় কতটা ভালো আছেন, সেটাই মুখ্য।

বিশ্বজুড়ে এখন যে শ্রেণিসংগ্রাম শুরু হয়েছে, তার মূল কারণ হলো দুটি বিশ্বযুদ্ধের পর দুনিয়ায় যে সাম্যবাদী ও গণতান্ত্রিক ধারা তৈরি হয়েছিল, তা ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে গেছে। আমরা ১৯৪৫-১৯৭৫ কালপর্বকে স্বাভাবিক গণতন্ত্রের যুগ বলে ভাবি। কিন্তু একটি ব্যতিক্রম বাস্তবতার কারণে এই সময়কে আমাদের কাছে গণতন্ত্রের যুগ বলে মনে হয়েছে। যুদ্ধের কারণে শাসকশ্রেণির ক্ষমতা দুর্বল হয়েছিল বলেই তখন সে ধরনের রাজনৈতিক অবস্থা তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এখন দেশগুলো আবার সামন্তবাদী শাসনের দিকে ফিরে যাচ্ছে।

২০২০ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রের ১২ জন শীর্ষস্থানীয় ধনী ব্যক্তির সম্পদ ‘মাত্র’ ১৯৩ শতাংশ বেড়েছে। সম্মিলিতভাবে এই ‘অসহায়’ ব্যক্তিরা এখন মোটে ২ ট্রিলিয়ন ডলারের মালিক। যেসব দেশে এখনো সম্পূর্ণ স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাদের বোঝা উচিত, গণতন্ত্র আপনা-আপনি আসে না। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রতিবাদ ও স্বাধীন গণমাধ্যমই গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু সরকারগুলো এখন প্রতিবাদ করাও নিষিদ্ধ করছে, আর নিরপেক্ষ গণমাধ্যম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

বিশ শতকে এমন শাসনব্যবস্থাকে ফ্যাসিবাদ বলা হতো। সেখানে ক্ষমতা ছিল ‘রাজা-সম্রাটদের’ হাতে। ট্রাম্প ও মাস্ক ঠিক ফ্যাসিবাদী কি না, তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে; কিন্তু এ কথা সত্য, তাঁরা আসলে সেই পুরোনো স্বৈরাচারী ধারা ফিরিয়ে আনছেন। ট্রাম্প ও মাস্কের মতো মানুষের শাসন বিশৃঙ্খল হবে জেনেও ধনকুবেররা তাঁদের শাসনকে পোক্ত করবেন। কেউ তেমন প্রতিরোধ গড়ে তুলবেন না। গণমাধ্যম ও সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো ইতিমধ্যে তাদের ক্ষমতা মেনে নিয়েছে।

যেসব দেশে এখনো সম্পূর্ণ স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, তাদের বোঝা উচিত, গণতন্ত্র আপনা-আপনি আসে না। জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ, প্রতিবাদ ও স্বাধীন গণমাধ্যমই গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। কিন্তু সরকারগুলো এখন প্রতিবাদ করাও নিষিদ্ধ করছে, আর নিরপেক্ষ গণমাধ্যম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তারপরও শেষ সত্য হলো, এই শ্রেণিসংগ্রামে নিরপেক্ষ থাকার সুযোগ নেই। প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো পক্ষ নিতে হবে।

জর্জ মোনবিয়ট দ্য গার্ডিয়ান-এর নিয়মিত কলাম লেখক
দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ

দেখতে ট্রাম্পের মতো বাগাকে দেখতে ভিড়

আপনজন ডেস্ক: পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় পাঞ্জাব প্রদেশের শাহিওয়ালে রাস্তার পাশে ভ্যানে করে পুডিং বিক্রি করেন সালিম বাগা। হঠাৎ করে তাঁকে দেখলে যে কেউ বিভ্রান্ত হবেন, নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কোত্থেকে এখানে এলেন পুডিং বেচতে। তাঁকে দেখতে অনেকটা ট্রাম্পের মতো লাগে বলে তাঁর ব্যবসাও ভালো। উৎসুক প্রচুর মানুষ তাঁর ভ্রাম্যমাণ দোকানে পুডিং খেতে আসেন।

স্থানীয় মোহাম্মদ ইয়াসিন বলেন, ‘আমাদের মনে হয়, যেন ডোনাল্ড ট্রাম্প এখানে পুডিং বিক্রি করতে এসেছেন।’ ইয়াসিন সব সময় বাগা থেকে পুডিং কিনে থাকেন।

ইয়াসিন বলেন, পুডিং বিক্রির জন্য যখন বাগা গান গাইতে শুরু করেন, তখন আরও বেশি মানুষ তাঁর কাছে ছুটে আসেন।

সম্প্রতি ৫৩ বছর বয়সী বাগা তাঁর কাঠের তৈরি ভ্যানগাড়ি নিয়ে দুধের তৈরি পুডিং বিক্রি করছিলেন। এ সময় তাঁর পরনে ছিল কালো জ্যাকেট।

বাগার শ্বেতরোগের কারণে ত্বক পুরোপুরি সাদা। আর চুল ট্রাম্পের মতোই স্বর্ণকেশি। তাঁর পুডিং কেনার জন্য যখন মানুষ তাঁর ভ্যানের চারপাশে জড়ো হচ্ছিলেন, তিনি তখন পাঞ্জাবি গান গাইছিলেন। তাঁর সেই গান আরও বেশি মানুষকে আকৃষ্ট করছিল। এতে ভিড় আরও বাড়ছিল।

স্থানীয় বাসিন্দা ইমরান আশরাফ বলেন, ‘তাঁর পুডিং সত্যিই সুস্বাদু। আমরা তাঁর সঙ্গে কথা বলি। তাঁর সঙ্গে সেলফি তুলি। আমরা আমাদের বন্ধুদের বলি, আমরা ট্রাম্পের সঙ্গে ছবি তুলেছি।’

পাঞ্জাব প্রদেশের শাহিওয়াল বাজারে তাঁর প্রতি মানুষের আগ্রহ এবং তাঁর দিকে অসংখ্য ক্যামেরা তাক করা দেখে খুব মাঝে মাঝে অপ্রস্তুত হয়ে যান বাগা। এমনকি প্রতিবেশীরাও তাঁকে নিয়ে প্রায়ই মাতামাতি করে থাকেন।

বাগা বলেন, ‘ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে আমার চেহারার মিল রয়েছে। এ কারণে মানুষজন আমার সঙ্গে সেলফি তোলে। এটি আমার বেশ ভালো লাগে।’

রয়টার্সের সঙ্গে আলাপকালে বাগা ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্দেশে বলেন, ‘আপনি নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। এখন এখানে সফরে আসুন আর আমার পুডিংয়ের স্বাদ নিন। আশা করি, আপনি এই খাবার খেয়ে মজা পাবেন।’

এক দিন আমার এই চাবি দরকার হবে...

মাহা হুসেইনি

যুদ্ধবিরতি বিষয়ে এই লেখা লেখার জন্য বেঁচে থাকব, এ কথা আমি ভাবিনি।

২০১৩ সালের ১৩ অক্টোবর গাজা শহরে আমার বাড়ি থেকে উৎখাত হলাম। অল্প কয়েকটা জিনিস সঙ্গে নিয়ে যেতে পেরেছিলাম। তার মধ্যে ছিল আমার ল্যাপটপ। জানতাম, এটা দিয়ে অজস্র গণহত্যার দলিল আমি লিখব। তবে তা কাউকে দেওয়ার জন্য আমি বেঁচে থাকব কি না, তা জানতাম না।

তবে, আমি এখনো বেঁচে আছি। আমার মতো সাংবাদিকদের বারবার মনে হয়েছে, ইসরায়েলিরা যেন বিশেষ করে আমাদের মৃত্যু নিশ্চিত করতে চাইছে।

কিন্তু এই টিকে থাকার জন্য মূল্য দিতে হয়েছে। সারা জীবনের জন্য আমার কাছে জীবন আর মৃত্যুর অর্থ পালটে গেছে।

গত ১৫ মাসে আমাকে মধ্য ও দক্ষিণ গাজা উপত্যকার তিনটি আশ্রয়কেন্দ্রে জোর করে স্থানান্তর করা হয়েছে। সবচেয়ে দূরের আশ্রয়টি ছিল আমার বাড়ি থেকে প্রায় ৪০ মিনিটের পথ। এই পুরো সময়ে মৃত্যুকে আমি আমার ফেলে আসা বাড়ির চেয়ে কাছাকাছি অনুভব করেছি।

আমি এর মধ্যে প্রতিবেদন লিখে গেছি। সেখানে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর বর্বরতার কথা এসেছে। আমার প্রত্যেক সাংবাদিক সহকর্মীর মৃত্যুর খবর শোনার পর মনে হয়েছে, এরপর হয়তো আমার নাম আসবে সেই তালিকায়। কিন্তু আমার কাছে তখন বেঁচে থাকার অর্থ শুধুই টিকে থাকা নয়। বরং সময়ের বিরুদ্ধে দৌড়ানো আর বেশি গল্প সংগ্রহ করা সম্ভব, তা সংগ্রহ করার চেষ্টা করা। আমার অন্য সহকর্মীদের মতো বোমা বা গুলিতে মরে যাওয়ার আগে কণ্ঠহীন আমার ফিলিস্তিনি জনতার কথা যতটা সম্ভব শুনিয়ে যেতে পারি।

যখন ইসরায়েল আন্তর্জাতিক সাংবাদিকদের গাজায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করল, তখন থেকেই স্থানীয় ফিলিস্তিনি সাংবাদিকদের ওপর বিশাল এক দায়িত্ব নেমে আসে। ইসরায়েলিরা ধারাবাহিকভাবে বিদ্যুৎ বন্ধ করে রাখত যেন আমাদের মতো সাংবাদিকেরা স্তব্ধ হয়ে যায়।

আমরা ছোট ছোট বিজয়ের মধ্য দিয়ে আশা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ছাদে সময় কাটাতে হয়েছে, রাস্তায় হেঁটে বেড়াতে হয়েছে ই-সিম সিগন্যাল পেতে। প্রতিটি বার্তা পাঠাতে, প্রতিটি প্রতিবেদন পৌঁছে দিতে কতটা ধৈর্য আর ঝুঁকি নিতে হয়েছে! আমাদের পাঠানো একেকটা সংবাদ, একেকটা প্রতিবেদন ছিল নিঃশব্দ একেকটি বিজয়।

আশ্রয়কেন্দ্রে থাকার সময় সবকিছুর যেন অর্থ পালটে যেতে দেখলাম চোখের সামনে। যখন কয়েক মাস পরে সৌর প্যানেলের সাহায্যে প্রথমবার টিভি চালাতে সক্ষম হলাম, দেখলাম এক সংবাদ সম্মেলনে গাজায় চলমান বর্বরতা আর সাধারণ নাগরিকদের প্রতিদিনের হত্যার বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু বক্তৃতার চেয়ে আমাকে বেশি টানল বক্তার নিখুঁত স্যুট, তাঁর সামনে থাকা ঝকঝকে পানির গ্লাস এবং পাশে রাখা জুসের বোতল। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল পানির বোতল ভরার দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানো মানুষ, যেসব মানুষ গোসল করার পানি দুর্লভ বলে জানে।

এ সপ্তাহে অবশেষে বহুপ্রতীক্ষিত গাজায় যুদ্ধবিরতির চুক্তি ঘোষণা করা হয়েছে। যখন এই চুক্তি ঘোষণা করা হয়, তখন আমি দেইর আল-বালাহর আল-আকসা হাসপাতালে। আমি ইচ্ছা করেই মুহূর্তটি এমন একটি জায়গা থেকে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, যা আমার স্মৃতিতে জীবন আর মৃত্যুর এক প্রতীক হিসেবে আঁকা থাকবে। এই হাসপাতালেই আমি বহু সাক্ষাৎকার নিয়েছি। যাঁরা ইসরায়েলি হামলায় লক্ষ্যবস্তু হয়েছিলেন, যাঁরা হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছিলেন আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য, আমি তাঁদের সাক্ষ্য নিয়ে রেখেছি।

ব্লকেডের মধ্যে থাকা প্রায় সব হাসপাতালের মতো, এই হাসপাতালও সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে সংঘটিত নৃশংসতার সাক্ষী। এই হাসপাতাল নিজেও একটি গণহত্যার স্থান। এখানে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী হাসপাতালের প্রাঙ্গণে অস্থায়ী তাঁবুতে থাকা বাস্তুচ্যুত বেসামরিক মানুষদের জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছিল।

যুদ্ধবিরতি ঘোষণার ঠিক আগে ও পরে, আমি হাসপাতালের ভেতর ৯ জন ফিলিস্তিনির সঙ্গে কথা বলি। তাঁরা ছিলেন বাস্তুচ্যুত মানুষ, সাংবাদিক, কেউ বা রোগী। তাঁদের জিজ্ঞাসা করেছিলাম, যুদ্ধবিরতি কার্যকর হলে তাঁরা প্রথম কী করতে চান। তাঁদের উত্তর ছিল একটাই। কত সহজ কিন্তু অসম্ভব হৃদয়বিদারক এক চাওয়া। তাঁরা উত্তর গাজায় নিজেদের বাড়িতে ফিরে যেতে চান।

যুদ্ধ শুরুর পর থেকে বাস্তুচ্যুত হওয়া আমরা কাছ থেকে দেখেছি, ইসরায়েল কীভাবে উত্তর গাজায় রয়ে যাওয়া মানুষদের প্রতি হিংস্র পশুর মতো আচরণ করেছে। গাজা থেকে বাসিন্দাদের তাড়ানোর লক্ষ্য নিয়ে ইসরায়েল নিরন্তর কাজ করেছে। জোরপূর্বক উচ্ছেদের আদেশ, ক্ষুধার্ত রাখা, গণহত্যা—কিছুই বাকি ছিল না। এরপরও যাঁরা বাড়ি ছাড়তে অস্বীকার করেছেন, তাঁদের সরাসরি হত্যা করা হয়েছে।

কিন্তু ইসরায়েলের উচ্ছেদের আদেশ মেনে চলাও কি নিরাপদ বিকল্প ছিল? না। গাজার সর্বত্র ফিলিস্তিনিরা যেকোনো মুহূর্তে বোমায়, গুলিতে নিহত হতে পারেন।

যুদ্ধবিরতি ঘোষণার দুই দিন আগের কথা। ফিলিস্তিনিরা দম আটকে অপেক্ষা করছিলেন। দেইর আল-বালাহর সবচেয়ে জনাকীর্ণ একটি এলাকায় দেখলাম একটি গাধাচালিত গাড়ির চালক আমার পাশ দিয়ে চলে গেলেন। তিনি পাগলের মতো চিৎকার করছিলেন—শুজাইয়া, রিমাল, তাল আল-হাওয়া! এগুলো গাজার সিটি অঞ্চলের কিছু এলাকার নাম। এসব এলাকা থেকে আমাদের এক বছরের বেশি আগে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত করা হয়েছিল। মনে হচ্ছিল, লোকটা যেন সেখানে আমাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়া বাড়িতে ফিরে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দিচ্ছেন।

গাজার বাস্তুচ্যুত মানুষেরা প্রায়ই নিজের অজান্তে এমনি করে তাঁদের ফেলে আসা মহল্লার নাম ধরে ডেকে ওঠেন। আমার বিস্ময় লাগে! আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি গণহত্যার মুখোমুখি হওয়ার পরও গাজার ফিলিস্তিনিরা ঘরে ফেরার ধারণাটি আঁকড়ে ধরে রেখেছেন।

১৫ মাসের নিরন্তর সন্ত্রাস, বোমাবর্ষণ, ক্ষুধা ও ধ্বংসযজ্ঞের মধ্যে ঘরবাড়ি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। পুরো সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে প্রায়। কিন্তু তখনো প্রার্থনার সময় টিকে থাকার আগে ঘরে ফেরার প্রার্থনা এসেছে আগে।

আমি হেসে উঠলাম। অজান্তেই আমার আঙুল ব্যাগের ভেতরে চলে গেল। আমার আঙুলে ঠেকল গাজা সিটিতে ছেড়ে আসা আমার বাড়ির চাবি। সেই বাড়ির দরজা ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর গোলায় উড়ে গেছে। কিন্তু এই চাবি সব সময় আমার সঙ্গে থেকেছে। কেন যেন আমার মন আমাকে বারবার বলেছে, হয়তো কোনো এক দিন আমার এই চাবি দরকার হবে।

মাহা হুসেইনি গাজা অধিবাসী, পুরস্কারপ্রাপ্ত সাংবাদিক ও মানবাধিকারকর্মী

প্রথম নজর

সুন্দরবনের জলবায়ু পরিবর্তনে শিশুদের প্রভাব নিয়ে কর্মশালা

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● বারুইপুর

আপনজন: সুন্দরবনের জলবায়ুর পরিবর্তনে শিশুদের উপর কতখানি প্রভাব পড়ছে এবং এর করনীয় ও বাল্য বিবাহ,শিশু শ্রম সহ একাধিক বিষয়কে সামনে রেখে মঙ্গলবার বারুইপুর বিডিও অফিসের মিটিং হলে পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা আয়োগ দপ্তরের উদ্যোগে দ:২৪ পরগনার সাংবাদিকদের নিয়ে একটি কর্মশালা হয়ে গেল।এদিনের এই কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা আয়োগ দপ্তরের চেয়ারম্যান তুলিকা দাস,পরিবেশ বিজ্ঞানী পৌলুমি দে সরকার,দ: ২৪ পরগনা জেলা সুরক্ষা আয়োগের অধিকর্তা রামেন্দু মাহান্তি, বারুইপুর ব্লকের জয়েন্ট বিডিও সন্দীপ প্রামানিক,বারুইপুর মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক কামিনী রায়, বারুইপুর পঞ্চায়েত সমিতির সহকারি সভাপতি শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী,পরিবেশ বিজ্ঞানী ড:স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী,রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের হিউম্যান রাইটস এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্টের ড: পায়েল রাই চৌধুরী,মহুয়া সাঁতরা সহ আরো অনেকে।এদিনের অনুষ্ঠানে এই বিষয়ে কাজ করা দুটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সহায়তা করেন।এদিন পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা আয়োগের চেয়ারম্যান তুলিকা দাস বলেন, বারবার সুন্দরবনের উপর দিয়ে ঘূর্ণিঝড় বয়ে যাচ্ছে।ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়ছে বাসস্থান।আর তার ফলে সবচেয়ে বেশি সংকটে ভুগছে শিশুরা।ড: স্বাতী নন্দী চক্রবর্তী ও ড: পায়েল রাই চৌধুরী এদিন এই বিষয়ে বিশদে আলোচনা করেন।শিশু শ্রম বন্ধ করা, বাল্য বিবাহ বন্ধ করতে কি কি করনীয় তা তুলে ধরেন।এবিষয়ে সাংবাদিকদের সহযোগিতা চান উদ্যোক্তরা।

বেলগাছিয়া বালিকা মাদ্রাসার খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান

আসিফা লস্কর ● মগরাহাট

আপনজন: দ: ২৪ পরগনার মগরাহাটের বেলগাছিয়া বালিকা মাদ্রাসার ১৩ তম খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল জানুয়ারি ২০২৫ সকাল থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। চলমান বছরে ৬ জন ছাত্রী আলিমা হয়ে মাওলানা বিভাগে স-সম্মানে গৌরবের সাথে উত্তীর্ণ হয়েছে। বাৎসরিক জলসাতে পবিত্র বুখারীর খতম শুনে এই বিভাগের পুর্ন মর্যাদায় ভূষিত করে ফজিলাতুন নেকাব পরিয়ে সম্মাননা জানানো হয়। তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বিভিন্ন ধরনের উপহার ও সার্টিফিকেট। সেই উপলক্ষে দ্বীনি জলসা কায়েম করা হয় প্রতি বছর।অগনিত শ্রোতা মন্ডলি অ;শ গ্রহণ করে থাকেন এই অনুষ্ঠানে।
উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মাওলানা হাফিজুর রহমান সাহেব (লালপুর)।প্রধান অতিথি ছিলেন শাইখুল হাদীস মুফতী মনিরুজ্জামান কাসিমী সাহেব। বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন -মাওলানা আবুল খায়ের সাহেব (নৈনান)। আলহাজ্ব আলি আকবার গাজী (কালিকাপোতা)। মাওলানা সাইফুল্লাহ (রঙ্গনবেড়িয়া)।কাশেম আলী মোল্লা (রঙ্গনবেড়িয়া)।হাজী আতিয়ার রহমান (মগরাহাট)। আলহাজ্ব হাফিজ আ: রকিব (কালিকাপোতা)। শাহাদাত হোসেন (কারবালা)।মজিবর রহমান ও জাকির হোসেন (কচুয়া) প্রভৃতি। এছাড়া স্টেজের মান বৃদ্ধি করেন মাদ্রাসার শাইখুল হাদীস গন-- মুফতী নাসির আলি, মুফতী মাহমুদুল হাসান, মুফতী আজিজুর রহমান সাহেব, মুহতামিম -মাওলানা নুর হোসেন সহ মাদ্রাসার সম্মানিত শিক্ষক মন্ডলী ও স্থানীয় উলামায়ে কেরাম গন। চলমান বছরে ৩৪৩ জন ছাত্রী মাদ্রাসায় থেকে পড়াশোনা করছে।এই মাদ্রাসাতে আলিমা তৈরি করার সাথে সাথে মাষ্টার ডিগ্রি পর্যন্ত সরকারী সমস্ত সুবিধা সহ জেনারেল শিক্ষার সু ব্যবস্থা আছে। অত্যাধুনিক মানের কোর্সের পড়াশোনার এক উজ্জ্বল নজির সৃষ্টি করেছে এই মাদ্রাসা। পর্দা পুশিদা সহ সুন্দর চরিত্র গঠনের কারিগর এই মাদ্রাসা। ছাত্রী বৃদ্ধির কারণে মাদ্রাসার পিছনে ২৮ শতক জায়গা ক্রয় করার মনস্থির করা হয়েছে।

ইকোপার্কে নিউজ কলকাতার সাহিত্য সভা

কাজী হাফিজুল ● নিউটাউন

আপনজন: সম্প্রতি নিউজ কলকাতা পরিবারের পক্ষ থেকে কলকাতার বৃহত্তম ইকোপার্কে অনুষ্ঠিত হলো সাহিত্য আড্ডা ও বন ভোজন। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আকাশবাণীর প্রাক্তন সঞ্চালিকা তথা কবি ও বাচিক শিল্পী চন্দনা দে সিনহা।এ মরু বিজয় সাহিত্যের কর্ণধর মৌসুমী মুখার্জী, বিশিষ্ট সমাজসেবী সন্দীপ রায় প্রমুখ। চন্দনা দে বলেন"এই পরিবার শুধু সাহিত্য আড্ডা নয় শিক্ষামূলক ভ্রমণ, সমাজসেবামূলক, ম্যাগাজিন প্রকাশ নানাবিধ কাজ করে থাকে, আপনারাও যুক্ত হোন ।" এদিন কবিতা পাঠ, আবৃত্তি, গান, নাচ, হাসকৌতক পরিবেশন করা হয়। নিউজ কলকাতা পরিবার ছাড়াও আগত অনেক দর্শনার্থীদের মন কে মাতিয়ে তোলে এই অনুষ্ঠান। অভিজিৎ বন্দোপাধ্যায় নামে দর্শনার্থী অনুষ্ঠানে মুগ্ধ হয়ে এই পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হতে চান বলে জানিয়েছে, এছাড়াও নিউটাউন, কলকাতা,হাওড়া,দুই ২৪পরগনার বহু কবি ও সাহিত্যিক, লেখক, বাচিকশিল্পী বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান টি সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন কবি ও বাচিক শিল্পী নমিতা দেব।

মিড ডে মিলের চালে পোকা, শোরগোল রামজীবনপুরে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: মিড ডে মিলের চালে পোকা, ঘটনায় শোরগোল রামজীবনপুরে।শুরু রাজনৈতিক তরজা। অভিযোগ পেয়ে স্কুল পরিদর্শনের স্কুল পরিদর্শক। এই ঘটনা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুর পৌরসভার রামজীবনপুর বালিকা বিদ্যালয়ে। অভিভাবকদের অভিযোগ মাঝে মধ্যেই তারা ছাত্রীদের কাছ থেকে খবর পান স্কুলের মিড ডে মিলের খাবার একেবারে নিম্নমানের।কখনো কখনো পোকা চালকে রান্না করে দেওয়া হয়। মঙ্গলবার হঠাৎ অভিভাবক থেকে শুরু করে স্থানীয় বিজেপির নেতাকর্মীরা জানতে পারেন আজও স্কুলের বেশ কয়েকটি মিড ডে মিলের চালের বস্তাতে পোকা ধরেছে। এই নিয়ে স্কুলে বিক্ষোভ শুরু করে অভিভাবকেরা শুরু করে চিৎকার চেঁচামেচি। খবর পেয়ে দ্রুত স্কুলে এসে উপস্থিত হয় স্কুল পরিদর্শক। স্কুলের মিড ডে মিল নিয়ে একাধিক ভুরিভুরি অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিভাবকরা। অবশেষে মিড ডে মিলে চালেপোকা তা স্বীকার করেন স্কুল পরিচালন কমিটির সদস্যরা। এ বিষয়ে স্কুল পরিদর্শক সুমিতা রানা বলেন, স্কুলে পোকা চাল থাকলেও তা ছাত্রীদের খাওয়ানো হয়নি। পৌরসভা কে জানানো হয়েছে চালগুলি পরিবর্তন করে দেওয়ার জন্য। চাল নিয়ে এই গন্ডগোলের ঘটনায় বিজেপিকে দায়ী করছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতারা। সাফাই দিয়েছে বিজেপি। স্থানীয় অভিভাবকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে ৫০ বস্তা চাল ওই স্কুলের গুদামে মজুদ রয়েছে তার মধ্যে অধিকাংশ বস্তার চাল নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই নষ্ট চালের বস্তার মুখ খোলা ছিল। স্কুল কর্তৃপক্ষ নষ্ট চাল ছাত্রছাত্রীদের রান্না করে খাওয়ানো হচ্ছে না বলে দাবি করে এই চাল পুরসভা ফেরত নেবে বললেও ওই চলে রান্না করে মিড ডে মিলের রান্না পরিবেশন করা হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের এ বিষয়ে নিশ্চিত অভিযোগকারীরা।

অভিষেকের সেবাশ্রয় শিবিরে রোগীদের সেবায় নিবেদিত প্রাণ ডা. ফারুক উদ্দিন

আসিফা লস্কর ● ফলতা

আপনজন: ফলতা বিধানসভায় এলাকায় ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয় ক্যাম্প টানা ১০ দিন ধরে চলছে। ৪০ টা ক্যাম্প। এই ক্যাম্পের চিফ কর্ডিনেটর হিসেবে রয়েছেন ফলতার সহরার হাটের আশ শিফা হসপিটালের ডিরেক্টর ডা, ফারুক উদ্দিন পুরকাইত। ১০০ বেডের ক্যাথল্যাবযুক্ত এই হাসপাতালের কর্ণধার ডা. ফারুক উদ্দিন পুরকাইত এখন ব্যস্ত সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের সেবাশ্রয় প্রকল্পকের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের জন্য। তাই তিনি এই শিবরি ঘিরে নিবেদিত প্রাণ। দেড় লাখের বেশি রোগী রেজিস্ট্রেশন। এই ১০ দিনে সেবাশ্রয় প্রকল্পের শিবিরে অভাবনীয় ভিড় লক্ষ করা যায়। রোগীরা বিনুমূল্যে পরিষেবা নেওয়ার জন্য ডায়মন্ডহারবার লোকসভা কেন্দ্র ছাড়িয়ে অন্যান্য জেলা থেকেও আসছেন। তাদের আশা একানে তারা যথাযথ চিকিৎসার সুযোগ পাবেন। তাদের চিকিৎসার দিকেই এখন নজর ডা. ফারুকউদ্দিনের।
ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেবাশ্রয় হেল্‌থ ক্যাম্প শুরু করা ইস্তক সেখানে দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত শিশু, হৃদযন্ত্রে ছিদ্র থাকা শিশুর চিকিৎসা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা থেকেও অসুস্থ শিশুদের নিয়ে তাদের অভিভাবকরা ডায়মন্ড হারবারের সেবাশ্রয় ক্যাম্পে এসেছেন। এ বার স্কুলের খুদে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হলো অভিষেকের উদ্যোগে হওয়া সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরে।
ডায়মন্ড হারবার বিধানসভা কেন্দ্রে সেবাশ্রয় শিবির শেষ হওয়ার পর ওই স্বাস্থ্য শিবির এখন চলছে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রে। ফলতায় বৃহস্পতিবার ঘোষপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একদল খুদে পড়ুয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে সেবাশ্রয় ক্যাম্পে। সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরে মেডিসিনের চিকিৎসকদের সঙ্গে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরাও রয়েছেন। খুদে পড়ুয়াদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রেসক্রাইব করেছেন ওই চিকিৎসকরা। ক্যাম্পের ফার্মেসি থেকেই ওই ওষুধ দেওয়া হয়েছে। ফলতা বিধানসভার ৪০টি স্বাস্থ্য শিবির খোলা হয়েছে। গতকাল পর্যন্ত ফলতা বিধানসভার ৪০টি স্বাস্থ্য সুবিধা আনুমানিক ৭০ হাজারেরও বেশি মানুষ এই সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবিরের এসে নিজেদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছে। ফলতা বিধানসভা স্বাস্থ্য শিবির থেকে ২২ জন রোগীকে ইতিমধ্যে রেফার করা হয়েছে কলকাতায়। ফলতা বিধানসভার ৪০ টি স্বাস্থ্য শিবির থেকে ওষুধ গ্রহণ করেছে প্রায় ৭০ হাজারের বেশি মানুষ। ১২ই জানুয়ারি থেকে এই সেবাশ্রয় স্বাস্থ্য শিবির চালু করা হয়েছে ।

সাচরা উচ্চ বিদ্যালয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী পালন

জে এ সেখ ● জামালপুর

আপনজন: সাচরা উচ্চ বিদ্যালয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠান হল মহাসমারোহে। এই উপলক্ষ্যে ২১ ও ২২ জানুয়ারী দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিন উপস্থিত হন বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভূতনাথ মালিক, বিডিও পার্থ সারথী দে, পূর্ত কর্মাধক্ষ্য মেহেমুদ খাঁন, আঝাপুর পঞ্চায়েতের উপ প্রধান অশোক ঘোষ, বিশিষ্ট শিক্ষক ও সাংবাদিক অতনু হাজরা সহ অন্যান্যরা। বিধায়ক অলোক মাঝি তাঁর বক্তব্যে জমি দাতাদের ও বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক শিক্ষিকা ও কমিটির সকলকে ধন্যবাদ জানান। তিনি রাজ্য সরকারের ছাত্র ছাত্রীদের স্বার্থে বিভিন্ন প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। সকলকে ভালো করে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে বলেন। উল্লেখ্য, তিনি তাঁর বিধায়ক তহবিল থেকে স্কুলকে ৭ লক্ষ টাকা অনুদান দেবার কথা ঘোষণা করেন। বিডিও পার্থ সারথী দে আঝাপুর অঞ্চলে বেশী পরিমাণে বাল্য বিবাহ হচ্ছে এই পরিসংখ্যান তুলে ধরেন।

বউবাজার বিপত্তি কাটিয়ে মেট্রোর ট্রায়াল রান শিয়ালদায়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: অবশেষে অপেক্ষার অবসান। বউবাজারে মেট্রো স্টেশন তৈরির সমস্ত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত মেট্রো স্টেশনে প্রথম ট্রায়ালরান সম্পন্ন করলো মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ। প্রায় তিন কিমি এই রাস্তা ১১ মিনিটেই ট্রায়ালরান সম্পন্ন করা হয়। শিয়ালদহ থেকে ১১:২০ মিনিটে মেট্রো ছাড়া হলে ১১ঃ৩১ মিনিটে তা এসপ্ল্যানেডে পৌঁছেয়। এই ট্রাইল রানের পর ইতিমধ্যেই মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষ এবং কে এম আরসিএল এর মধ্যে একটি মিটিং ও সম্পন্ন করা হয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আর কয়েক দিনের মধ্যেই মেট্রোরেলে জুড়তে চলেছে আরো নতুন একটি পালক। চালু হতে পারে শিয়ালদা থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত মেট্রো চলাচল। তার পাশাপাশি উন্নত সিগন্যালিং ব্যবস্থা দেওয়ার জন্য ইতিমধ্যেই এই রুটে ফরাসি কোম্পানির কে নিয়োগ করেছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।

চকতাজপুর মাদ্রাসায় নবী দিবস

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: মঙ্গলবার হুগলি জেলার চকতাজপুর হাজি এলাহী বক্স হাই মাদ্রাসায় বিশ্ব নবী দিবস উপলক্ষে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল। মাদ্রাসার ছাত্র ছাত্রিদের মধ্যে গজল, কেরাত, ক্যুইজ ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের বিশেষ পুরষ্কারে পুরস্কৃত করা হয়। মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক সেখ মহাম্মদ সামাদ আন্তরিক ভাবে চান ছাত্রদের প্রতিভার বিকাশ ঘটুক। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অলবেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি হাফেজ মাওলানা আবু আফজাল জিন্না। বক্তব্যে নবি পাকের আদর্শ মানবিকতা তুলে ধরেন। মাদ্রাসা শিক্ষক অশিক্ষক সমিতির মুখপাত্র জনাব সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন বক্তব্যে বর্তমান সময়ের ছাত্রদের পড়াশোনা ও সামাজিক দায়বদ্ধতার বিষয়ে ফুটিয়ে তোলেন। সঞ্চালন করেন শিক্ষক মনিরুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন বিলাল নাজির, সুমন দে, সৈয়দ কাইজার রহমান, মাওলানা মোহাঃ আহমাদুল্লাহ প্রমুখ।

ভগবানগোলার কলেজ-দমকল নিয়ে রা কাড়লেন না মমতা

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: দাবি উঠেছে একাধিকবার। কিন্তু দমকল অথবা কলেজ দু'টি দাবির একটিও উল্লেখ করলেন না মুখ্যমন্ত্রী। তবে কি দমকল অথবা কলেজ ভগবানগোলায় হবে না? এই প্রশ্ন তুলছে এলাকার বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, গত কয়েক বছর ধরে জেলার অন্যতম গঞ্জ শহর তথা প্রাচীন সময় থেকে বাংলার বৃহৎ শস্য ভান্ডার হিসেবে পরিচিত ভগবানগোলায় নেই কোন কলেজ। যার ফলে ভগবানগোলা বিধানসভা এলাকার ছাত্রছাত্রীদের উচ্চ শিক্ষার জন্য লালবাগ, জিয়াগঞ্জ, লালগোলা অথবা বহরমপুরের উপর ভরসা রাখতে হয়। এমনকি কোথাও কোন অগ্নিকাণ্ডের মত বিপর্যয় ঘটলেও সহজে দমকল পৌঁছাতে পারে না। স্থানীয় মানুষজন আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পর লালবাগ দমকলের ইঞ্জিন এলাকায় পৌঁছায়। স্থানীয় প্রশাসন সূত্রে খবর, ছোট-বড় মিলিয়ে গতবছর ২০২৪ সালে ভগবানগোলা ও রানীতলায় প্রায় ২০০ টি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু কোন ঘটনাস্থলে সঠিক সময় দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছাতে পারেনি। আর তাই কয়েক বছর ধরে ভগবানগোলায় দমকল কেন্দ্র তৈরির দাবি উঠেছে। কলেজ ও দমকল কেন্দ্র তৈরির দাবিতে ভগবানগোলা-রানিতলা নাগরিক মঞ্চের তরফ থেকে সপ্তাহ খানেক আগেও লালবাগের মহকুমা শাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়। ভগবানগোলার বাসিন্দারা একাধিকবার দমকল ও কলেজের দাবিতে সরব হয়েছে। কিন্তু দু'টি দাবির কোনোটিরই উল্লেখ করেননি মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার লালবাগ নবাব বাহাদুর'স ইনস্টিটিউশন ময়দানে প্রশাসনিক সভা করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে যোগ প্রণব ঘোষের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: অবশেষে দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে কাজে যোগ দিলেন প্রনব ঘোষ। এদিন নতুন উপাচার্য কাজে যোগ দিতেই তাঁকে শুভেচ্ছা জানান বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও পড়ুয়ারা। যোগদান নিয়ে টানাপড়েন এর প্রায় দেড় মাস পরে এদিন স্থায়ী উপাচার্য হিসেবে কাজে যোগ দিলেন অধ্যাপক প্রণব ঘোষ। উল্লেখ্য, নতুন উপাচার্য প্রণব ঘোষের নিয়োগের নির্দেশিকা বেরোনোর পরে তদানীন্তন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য দেবব্রত মিত্র সেই পদ থেকে দায়িত্ব ছাড়েন। এরপরে প্রায় দেড় মাস উপাচার্যহীন অবস্থায় ছিল দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়। এর ফলে অতিথি অধ্যাপক সহ শিক্ষা কর্মীদের বেতন এর বিষয় নিয়ে শুরু হয় জটিলতা। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য কার্যভার পরিচালনা করতেও বেশ সমস্যায় পড়তে হয়। অবশেষে এদিন কার্যক্ষেত্রে যোগ দেন দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন স্থায়ী উপাচার্য।
এবিষয়ে উপাচার্য ড. প্রণব ঘোষ বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উচ্চশিক্ষার দপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে সেগুলো আমাদের আগে শুরু করতে হবে। আমাদের বোর্ড অফ স্টাডিস তৈরি করতে হবে। পরিকাঠামোর সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার নিয়োগ, ফ্যাকাল্টি ও স্থায়ী রেজিস্ট্রার নিয়োগ করতে হবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব স্ট্যাটুট প্রভৃতি তৈরি করতে হবে।'

আগুনে ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে জলঙ্গি তৃণমূল

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: গত শনিবার হঠাৎ ভর দুপুরে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় দুটি বাড়ি ঘটনাটি ঘটে মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার ইন্নাতপুর তাতির পুকুর এলাকায়।
সেই খবর পেয়ে মঙ্গলবার দুপুরে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন বিধায় আব্দুর রাজ্জাকের নির্দেশে জলঙ্গি দক্ষিণ জোনের প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আরিফ বিল্লাহ ,জেলা পরিষদের সদস্য রাজ্জাক হোসেন, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি মিরাজুল শেখ মিনা, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য গণ সহ একাধিক ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্বের উপস্থিতিতে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িতে এসে খাদ্য সামগ্রী সহ শীত বস্ত্র ও আর্থিক সাহায্য তুলে দিলেন পরিবারের সদস্যদের হাতে। যদিও সাহায্য পেয়ে খুশি হলেও মাথা গোজার মত একটা ঘরের ব্যবস্থা করার আবেদন জানান আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের সদস্যরা। যদিও এই বিষয়ে বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাকের সঙ্গে কথা বলে ঘরের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন প্রাক্তন ব্লক সভাপতি মোঃ আরিফ বিল্লাহ,পাশাপাশি জেলা পরিষদের সদস্য রাজ্জাক হোসেন বলেন জেলা পরিষদের মাধ্যমে এই আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ পরিবার যেনো ঘর পাই সেই চেষ্টা করবো।
স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব ও জনপ্রতিনিধি গণ সর্বদা ওই পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন এদিন।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সেহারাবাজার আউটপোস্টের পথ সচেতনতা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের উদ্যোগে এবং রায়না থানার সেহারাবাজার পুলিশ ফাঁড়ির ব্যবস্থাপনায় রায়নার মিরেপোতা বাজারে পথ নিরাপত্তা সচেতনতার উপর বিশেষ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বর্ধমান-আরামবাগ রাজ্য সড়কের ধারে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়, যেখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। বর্ধমান-আরামবাগ রাজ্য সড়কে প্রায়শই দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটছে। প্রাণহানি এবং গুরুতর আহত হওয়ার হার নিয়ন্ত্রণে রাখতে জেলা পুলিশ ও ট্রাফিক বিভাগ একযোগে কাজ করছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে পথচারী, যানবাহনের চালক এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সচেতন করার লক্ষ্যে পদযাত্রার আয়োজন করা হয়। পুলিশ প্রশাসন চালকদের সতর্ক করে জানায় যে, গাড়ি চালানোর সময় নির্ধারিত গতির মধ্যে থাকা এবং ট্রাফিক নির্দেশিকা মেনে চলা অত্যন্ত জরুরি। এই প্রচার অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পথ নিরাপত্তার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। জামালপুর লায়ন্স ক্লাবের সহযোগিতায় কর্মসূচিতে একটি চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন যানবাহনের চালকদের চোখ পরীক্ষা করেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা।

হাওড়ার মারিয়াস ডে স্কুলে অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: হাওড়ার মারিয়াস ডে স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো হাওড়া শরৎ সদনে। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা মিলিত ভাবে গান ও নাচের অনুষ্ঠান করে। ছাত্র ছাত্রীদের মিলিত প্রচেষ্টায় একটি সুন্দর ফ্যাশন শো অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের তরফে ৯২ জন ছাত্র ছাত্রীদের তাঁদের মেধা ভিত্তিক পড়াশোনা উপর বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন, স্কুলের প্রিন্সিপাল অমিতাভ দত্ত,হাওড়া সিটি পুলিশের এ সি পি ট্রাফিক অতীন মুখার্জি, প্রধান শিক্ষক জয়ন্ত কুমার ঘোষ ও আরো অনেকে।সমগ্র অনুষ্ঠান টি পরিচালনা করেন আদিত্য দত্ত।

পুলিশ হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করল

নুরুল ইসলাম খান ● হাওড়া

আপনজন: সোমবার হাওড়া উদয়নয়নপুর থানায় ১২টি হারানো মোবাইল ফোন উদ্ধার করে তাদের আসল মালিকদের কাছে ফেরত দিয়েছে। ডিএসপি ট্রাফিক, এইচআরডি-এর নির্দেশে এই মোবাইল উদ্ধার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। এসডিপিও আমতা শ্রী নিরুপম ঘোষ, সিআই আমতা অমিয় কুমার ঘোষ ও উদয়নারায়ণপুর থানার ওসি সৌমেন গঙ্গোপাধ্যায় এদিন উপস্থিত ছিলেন।হাওড়া গ্রামীণ পুলিশের সম্মানিত এসপি আইপিএস শ্রী সুবিমল পাল এর নির্দেশে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। উপস্থিত সকলেই তাদের হারানো মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে পুলিশের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন

আলকারাজকে বিদায় করে সেমিফাইনালে জোকোভিচ

আপনজন ডেস্ক: লড়াইটা ছিল পুরুষ টেনিসের বর্তমান ও ভবিষ্যতের। এক প্রান্তে ছেলেদের টেনিসে সর্বোচ্চ ২৪ গ্র্যান্ড স্লামজয়ী নোভাক জোকোভিচ, অন্য প্রান্তে চার গ্র্যান্ড স্লামজয়ী ২১ বছর বয়সী কার্লোস আলকারাজ। সে লড়াইয়ে ভবিষ্যৎকে বর্তমান হয়ে ওঠার অপেক্ষা বাড়িয়ে জিতলেন ৩৭ বছর বয়সী জোকোভিচই।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে আজ ছেলেদের কোয়ার্টার ফাইনালে আলকারাজকে ৪-৬, ৬-৪, ৬-৩, ৬-৪ গেমে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠলেন সার্বিয়ান কিংবদন্তি। সেমিফাইনালে জার্মানির দ্বিতীয় বাছাই আলেক্সান্দার জভেরভের মুখোমুখি হবেন জোকোভিচ।

কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে বিদায় নেওয়ার মাধ্যমে সবচেয়ে কম বয়সী হিসেবে ক্যারিয়ার গ্র্যান্ড স্লাম জয়ের সুযোগও হারালেন ইউএস ওপেন, ফ্রেঞ্চ ওপেন ও উইম্বলডনজয়ী (দুবার) আলকারাজ। আলকারাজের কাছে প্রথম সেট হারের পথে ৫-৪ গেমে পিছিয়ে থাকার সময় মেডিকেল টাইম আউট নেন জোকোভিচ। ফিরে আসেন বাঁ পায়ের উরুতে ইনজুরি টেপ মেরে।

এরপরই ধীরে ধীরে ছন্দে ফিরতে শুরু করেন। ৩ ঘণ্টা ৩৭ মিনিটের লড়াই শেষে হেসেছেন জয়ের হাসিও। শেষ সেটে এসে আলকারাজকে শারীরিকভাবে স্পষ্টত দুর্বলই লেগেছে। ড্রপ শট কিংবা টাচলাইনের কোনা ঘেঁষে মারা তাঁর ট্রেডমার্ক শটগুলো নিখুঁত হয়নি। ক্লান্ত ছিলেন জোকোভিচও। কিন্তু অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার মিশেলে শেষ পর্যন্ত বয়সে ১৬ বছরের ছোট তরুণকে হার মানিয়েছেন আবারও। ২৫তম গ্র্যান্ড স্লাম শিরোপার খোঁজে থাকা জোকোভিচ এ নিয়ে ১২তম বারের মতো অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে উঠলেন।

শুধু রজার ফেদেরারই (১৫) এ তালিকায় তাঁর চেয়ে এগিয়ে। তবে সব গ্র্যান্ড স্লাম মিলিয়ে এটি জোকোভিচের ৫০তম সেমিফাইনাল, যা রেকর্ড এবং ফেদেরারের চেয়ে চারবার বেশি।

শুক্রবার রড লেভার অ্যারেনায় ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে তাঁর প্রতিপক্ষ জার্মানির জভেরভ। যুক্তরাষ্ট্রের টমি পলকে ৭-৬ (৭/১), ৭-৬ (৭/০), ২-৬, ৬-১ গেমে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছেন এই জার্মান।

জয়ের পর কোর্টে দেওয়া সাক্ষাৎকারে স্বভাবসুলভ মজা করেন জোকোভিচ। জিম কুরিয়ারের প্রশ্নের জবাবে গ্যালারিতে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলেন, 'দুঃখিত, আপনার প্রশ্নটি শুনেছি, কিন্তু আমি বিস্মিত যে আমার বাচ্চারা এখনো এখানে (গ্যালারি) আছে! রাত একটা বাজে। তোমরা ঘুমাবে কখন?'

ক্যামেরা তখন গ্যালারিতে জোকোভিচের পরিবারকে ধরেছে। পরে কোর্ট ছেড়ে টানেলে ঢুকে পরিবারের সবাইকে বুকে টেনে নেন জোকোভিচ। আলকারাজ হারের পর টানেল ধরে চলে যান অটো সাইক্লিং করতে। এ সময় জোকোভিচের কোচ অ্যান্ডি মারে গিয়ে আলকারাজের সঙ্গে হাতও মেলান। ক্যামেরায় দৃশ্যটি দেখানোর আগেই কোর্টে আরও একবার মজা করেন জোকোভিচ।

কুরিয়ার জানতে চান, এত কিছু সামলে জিতলেন কীভাবে? মুখে মুচকি হাসি ফুটিয়ে জোকোভিচের উত্তর, 'আমার দুই হাত ও দুই পা দিয়ে সম্ভবত...আসলে দেড় পায়ে।' এরপরই তাঁর পায়ের চোট সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়।

জোকোভিচ এ নিয়েও মজা করেন, 'টুর্নামেন্টের মাঝপথে এ নিয়ে কিছু বলা যাবে না।'

পাভলিউচেঙ্কোভাকে ৬-২, ২-৬, ৬-৩ গেমে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছেন র‍্যাঙ্কিংয়ে ১ নম্বর বেলারুশের আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। কোয়ার্টার ফাইনালের অন্য ম্যাচে যুক্তরাষ্ট্রের কোকো গফকে ৭-৫, ৬-৪ গেমে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছেন স্পেনের পলা বাদোসা।

ভারতীয় ক্রিকেটে ১০ দফার প্রভাব, ১২ বছর পর রঞ্জিতে কোহলি

আপনজন ডেস্ক: আনুষ্ঠানিকভাবে বিসিসিআই এখনো ঘোষণা করেনি। তবে ভারতীয় সংবাদমাধ্যমগুলো থেকে যা জানা গেছে তাতে ক্রিকেটারদের দেওয়া বোর্ডের ১০ নির্দেশনার মধ্যে একটি ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশগ্রহণ।

এমন নির্দেশনার প্রভাব পড়তে শুরু করেছে ভারতীয় ক্রিকেটে। রোহিত শর্মা, শুবমান গিল, রবীন্দ্র জাদেজারা রঞ্জি ট্রফিতে খেলা আগেই নিশ্চিত করেছেন। এবার জানা গেল ১২ বছর পর রঞ্জি ট্রফিতে ফিরছেন বিরাট কোহলিও। এসপিএনক্রিকইনফোকে এই খবর জানিয়েছেন দিল্লি কোচ সরনদীপ সিং। সৌরাষ্ট্রের বিপক্ষে ২৩ জানুয়ারিও ম্যাচ আছে দিল্লির। ঋষভ পন্ত ও জাদেজা সেই ম্যাচ দিয়েই রঞ্জিতে ফিরছেন, দুজনই খেলেন সৌরাষ্ট্রের হয়ে।

কোহলিকে এই ম্যাচেই দেখা যেতে পারত। তবে কোহলি বিসিসিআইকে জানিয়েছে, এখনো ঘাড়ের ব্যথা পুরোপুরি সারেনি তাঁর। বোর্ডার-গাভাস্কার ট্রফি শেষ হওয়ার ৩ দিন পর ৮ জানুয়ারি ইনজেকশন নিয়েছেন ভারতের সাবেক এই অধিনায়ক। রোহিত, গিল, জয়সোয়ালরাও ২৩ জানুয়ারি শুরু হতে যাওয়া রাউন্ডে খেলবেন।নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজে হারের পর দলের 'শৃঙ্খলা, একতা ও ইতিবাচক পরিবেশ' নিশ্চিত করতে নতুন নির্দেশনাগুলো দেওয়া হয়েছে। সে কারণে এখন থেকে জাতীয় দলের জন্য বিবেচিত হতে এবং কেন্দ্রীয় চুক্তিতে জায়গা পেতে ঘরোয়া ক্রিকেটে ম্যাচ খেলতেই হবে, এটি বাধ্যতামূলক। শুধু বিশেষ পরিস্থিতিতে ঘরোয়া ক্রিকেটে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা যাবে, তবে সেটি হবে নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যানের অনুমোদন সাপেক্ষে, যা স্বচ্ছতার সঙ্গে নিশ্চিত করতে হবে।

কোহলি প্রধান নির্বাচক ও টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ৩০ জানুয়ারি থেকে শুরু হওয়া টেস্টে খেলা নিয়ে কথা বলেছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে পারেনি ক্রিকইনফো। রেলওয়ের বিপক্ষে ম্যাচটি শেষ হবে আগামী ২ ফেব্রুয়ারি, এই ম্যাচে খেললে কোহলি ইংল্যান্ড সিরিজে মাঠে নামার আগে সময় পাবেন মাত্র ৩ দিন। ৬ ফেব্রুয়ারি শুরু ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজ।

শামি ভারতীয় দলে ফেরার জন্য, পছন্দের বিরিয়ানি ছেড়ে এক বেলা খেয়ে থেকেছে: বাংলার কোচ

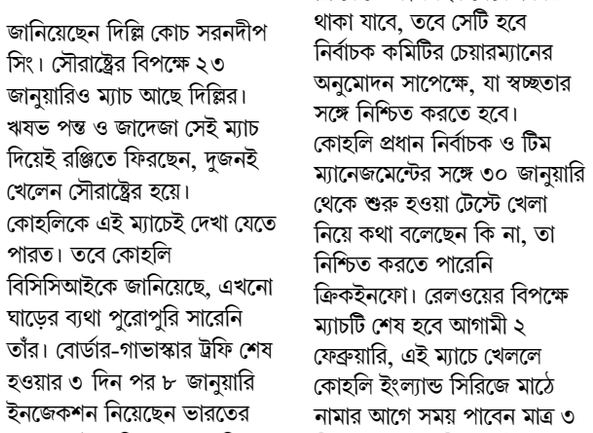

আপনজন ডেস্ক: বাংলার ফাস্ট বোলিং কোচ শিব শঙ্কর পল প্রকাশ করেছেন যে মোহাম্মদ শামি ভারতে ফিরে আসার জন্য এতটাই 'ক্ষুধার্ত' ছিলেন যে তিনি কয়েক মাস ধরে দিনে মাত্র একবার খাবার খেয়ে বেঁচে ছিলেন এবং এমনকি তার প্রিয় বিরিয়ানি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন।

২০২৩ বিশ্বকাপের পর থেকে মহঃ শামি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের বাইরে, যেখানে তিনি ভারতের সেরা পারফর্মারদের একজন ছিলেন। টুর্নামেন্ট চলাকালীন তার গোড়ালিতে চোট লেগেছিল, একসাথে হাঁটুতে অনেকটাই ফোলাভাব দেখা যায়, এই সমন্বয় তাকে পুরো ২০২৪ খেলা থেকে দূরে রাখে এবং টিম ম্যানেজমেন্ট ২০২৪-২৫ বর্ডার-গাভাস্কার ট্রফিতে তাকে নিয়ে ঝুঁকি না নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। শামি এখন ২২ জানুয়ারী থেকে শুরু হওয়া ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের টি-টোয়েন্টি সিরিজে খেলবেন। ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি এবং তার আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজের জন্যও তাকে দলে রাখা হয়েছে। "ফাস্ট বোলারদের চোট থেকে ফিরতে সময় লাগে। শামি খেলাতে ফিরে আসার জন্য এতটাই ক্ষুধার্ত ছিল যে সে একটি খেলা শেষ করার পরেও বোলিং করতে চেয়েছিল। "এটা একজন খেলোয়াড়ের কাছ থেকে একটা বিরাট নিষ্ঠা, "খুব কম খেলোয়াড়ই খেলার পর ৩০ থেকে ৪৫ মিনিট বেশি বোলিং করতে চায়।

টি-টোয়েন্টি ম্যাচের সময় ম্যাচের দিনগুলিতে, দল পৌঁছানোর আগে, সকাল ৬টায় মাঠে পৌঁছানো প্রথম খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। তিনি কঠোর ডায়েট মেনে চলতেন। বাংলার ফাস্ট বোলিং কোচ শিব শঙ্কর পল প্রকাশ করেছেন যে মোহাম্মদ শামি ভারতে ফিরে আসার জন্য এতটাই 'ক্ষুধার্ত' ছিলেন যে তিনি কয়েক মাস ধরে দিনে মাত্র একবার খাবার খেয়ে বেঁচে ছিলেন এবং এমনকি তার প্রিয় খাবার বিরিয়ানি সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। আমি তাকে দিনে মাত্র একবার খেতে দেখেছি। তিনি বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসেন, কিন্তু তিনি যখন থেকে মাঠে ফিরেছেন, গত দুই মাসে আমি তাকে বিরিয়ানি খেতে দেখিনি"। এদিকে, তার প্রাক্তন বাংলার সতীর্থ অনুষ্টুপ মজুমদার তার প্রত্যাবর্তনের পর থেকে শামি কীভাবে নিজেকে গড়ে তুলছেন সে সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি দিয়েছেন, "শামি নামটির নিজের মধ্যে একটা প্রভাব আছে। গত বছর নভেম্বরে রঞ্জি ট্রফিতে তার প্রথম ম্যাচ এবং নতুন বছরে হরিয়ানার বিপক্ষে বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচের মধ্যে অনেক ব্যবধান ছিল। এই ম্যাচগুলি খেলার সময় তার বোলিংয়ে উন্নতি হয়েছে"।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল চারঘাট আঞ্চলিক ক্রীড়া

নিজস্ব প্রতিবেদক ● স্বরূপনগর

আপনজন: স্বরূপনগর ব্লকের চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৪টি প্রাথমিক, নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে বারঘরিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ফুটবল মাঠে অনুষ্ঠিত হলো আঞ্চলিক বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে এই প্রতিযোগিতার সূচনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও অ্যাথলেটিক কোচেস্ অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল এর কনভেনার ইসমাইল সরদার। উপস্থিত ছিলেন চারঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান টুম্পা সরদার, স্বরূপনগর পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সুস্মিতা মন্ডল সহ বিশিষ্টজন ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এ দিন ৩৪টি ইভেন্টে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের প্রায় দুইশতাধিক শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। বিজয়ীদের হাতে সুদৃশ্য ট্রফি তুলে দেন ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার, প্রধান টুম্পা সরদার সহ বিশিষ্ট জনেরা। এই আঞ্চলিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় যারা প্রথম স্থান অধিকার করবে তাঁরা আগামী ২৪ শে জানুয়ারি ব্লকস্তরের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে বলে আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে ক্রীড়া শুরুর আগে বক্তব্য রাখার সময় ক্রীড়াবিদ ইসমাইল সরদার বলেন, 'পড়াশুনার সাথে সাথে শরীর ও মনকে সুস্থ রাখতে পড়ুয়াদের অবশ্যই মাঠে নামতে হবে। অভিভাবকদের উচিত তাদের সেই সুযোগ দেওয়া ,এই সুযোগ দিতে পারলেই তারা মোবাইলের আসক্তি থেকে মুক্তি পেতে পারে বলে মনে করেন তিনি।

কড়িধ্যা বিদ্যানিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: সরকারি বেসরকারিভাবে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের চলছে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সেরূপ সিউড়ির কড়িধ্যা বিদ্যানিকেতন উচ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা হয় মশাল প্রজ্জ্বলনের মধ্যে।সূচনা করেন অর্কদ্যুতি এডুকেশন্যাল ট্রাস্টের চেয়ারম্যান অনিল চক্রবর্তী। প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিউড়ি ১ নম্বর ব্লকের বিডিও গৌতম মন্ডল , সিউড়ি -১ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইন্দ্রজিৎ মন্ডল, উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জয়েন্ট কনভেনার শিক্ষক অভিজিৎ নন্দন, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ চট্টোপাধ্যায় এবং প্রশান্ত প্রসাদ লালা, রামপ্রসাদ রায় স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রবীর কুমার দাস, কড়িধ্যা যদুরায় মেমোরিয়াল এন্ড পাবলিক ইন্সটিটিউশনের শিক্ষক পার্থসারথি ঘোষ, প্রভাতজ্যোতি জ্ঞানপীঠ ও পরিবারের পক্ষে অধ্যাপক ডঃ অমিয়োতোষ ঘোষ, কড়িধ্যা পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি হিসেবে জয়দীপ মুখার্জী সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনরা।

মোট ২৬ টি ইভেন্টে খেলা হয়। খেলার শেষে ইভেন্ট অনুযায়ী প্রথম ,দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীকে পুরস্কৃত করা হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য একটি মনোরম ইভেন্টও রাখা হয় ।শুধু খেলাধূলা নয়, পঠনপাঠনের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বৃদ্ধির জন্য একাডেমিক ক্ষেত্রেও প্রথম ,দ্বিতীয়, তৃতীয় স্থানাধিকারীদের এখানে পুরস্কৃত করা হয়।সেইসঙ্গে সিউড়ী-১ নম্বর ব্লক এবং পঞ্চায়েত সমিতি থেকে ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ঠান্ডা জলের যে অ্যাকুয়াগার্ডটি দেওয়া হয় তার শুভ উদ্বোধন ঘটে আজ বিশিষ্ট অতিথিবর্গের উপস্থিতিতে।

পরপর দুটি ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট, চাপ বাড়ছে সবুজ মেরুনের

আপনজন ডেস্ক: পরপর দুটি ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট, চাপ বাড়ছে সবুজ মেরুনের। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে দুর্দান্ত পারফর্ম করছিল মোহনবাগান। টানা জয়ও আসছিল। সম্প্রতি একটি হারের পর জয়ের হ্যাটট্রিকে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু গত অ্যাওয়ে ম্যাচে জামশেদপুর এফসির বিরুদ্ধে ড্রয়ে হতাশা বেড়েছিল। আরও একটা অ্যাওয়ে ম্যাচ। চেন্নাইয়ের ঘরের মাঠে এক পয়েন্টেই সন্তুষ্ট থাকতে হল হোসে মোলিনার মোহনবাগান সুপার জায়ান্টকে। পয়েন্ট টেবলে শীর্ষে থাকলেও চাপ বাড়ল মোহনবাগানের।

চেন্নায়িন এফসিও দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছে। মোহনবাগানের কাছে সহজ ছিল না এই ম্যাচ। তার সঙ্গে মোহনবাগানের বড় চিন্তা ছিলেন কিয়ান নাসিরি, প্রীতম কোটালের মতো একাধিক প্রাক্তনী। ইন্ডিয়ান সুপার লিগে শক্তির দিক থেকে সকলের চেয়ে এগিয়ে রাখা যায় মোহনবাগানকেই। মোলিনার যেন সুস্থ মাথাব্যথা। প্রথম একাদশে জায়গা পেতে লড়াই। আক্রমণ ভাগে দুর্দান্ত কিছু প্লেয়ার। কিন্তু সুযোগ তৈরি হলেও গত দু-ম্যাচের মতো এই চেন্নায়িনের বিরুদ্ধে স্কোরলাইন সুখের হল না।

ম্যাচের শেষ মুহূর্তে আরও বড় বিপদে পড়েছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। নির্ধারিত সময়ের এক্কেবারে শেষ মুহূর্তে গোলের সুযোগ পেয়েছিল চেন্নায়িন। রায়ান এডওয়ার্ডের চেষ্টা। অল্পের জন্য রক্ষা পায় মোহনবাগান। সাত মিনিট অ্যাডেড টাইম দেওয়া হয়। একাধিক পরিবর্তনও করেন মোহনবাগান কোচ হোসে মোলিনা। কাউন্টার অ্যাটাকে মোহনবাগান রক্ষণকেই চাপে রাখে চেন্নায়িন। সদ্য কেরালা ব্লাস্টার্স থেকে চেন্নায়িনে লোনে যোগ দিয়েছেন মোহনবাগানের প্রাক্তনী প্রীতম কোটাল। সবুজ মেরুনের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত পারফর্ম করেন তিনি। টানা দু-ম্যাচে কার্যত চার পয়েন্ট 'নষ্ট'। চেন্নায়িনের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র।

লিটল এঞ্জেলস কেজি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়ায় শিশুদের রূপসজ্জা মন কাড়ল

সেখ আব্দুল আজিম ● চন্ডীতলা

আপনজন: ৩২ তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল নবাবপুর অঞ্চল ফুটবল এসোসিয়েশন মাঠে। একুশে জানুয়ারি ২০২৫ মঙ্গলবার লিটল এঞ্জেলস কেজি স্কুল আয়োজিত ৩২ তম খেলা শুরু হয় সকাল দশটায় সমাপ্ত হয় সমাপ্ত হয় সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচ ঘটিকায়। প্রসঙ্গত চন্ডীতলা থানার অন্তর্গত নবাবপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে প্রাচীনতম লিটিল এঞ্জেলস কেজি স্কুলের প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা ৩৫ টি ইভেন্টে অত্যন্ত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে অংশ গ্রহণ করে। উল্লেখ্য আজকের এই ক্রীড়া অনুষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের আন্তরিক সহযোগিতা নজর কাড়ে এলাকাবাসীর।

লিটল এঞ্জেলস কেজি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভূমিকা অত্যন্ত প্রশংসনীয় মনে করেন এলাকাবাসী। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শেখ শামসুল হুদা এবং কাজী আবদুল মান্নাফ সাহেব।

উলুবেড়িয়ায় সম্প্রীতি কাপ ফাইনালে মন্ত্রী

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: হাওড়া গ্রামীণ জেলা পুলিশের উদ্যোগে মঙ্গলবার উলুবেড়িয়া স্টেডিয়াম মাঠে আয়োজিত সম্প্রীতি কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী পুলক রায়।সঙ্গে ছিলেন হাওড়া জেলা পরিষদের সহ:সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য,বিধায়ক গুলশান মল্লিক,ডাঃনির্মল মাজি,সুকান্ত পাল,বিদেশ বসু,হাওড়া গ্রামীণ জেলার পুলিশ সুপার সুবিমল পাল,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান,সিআইসি সদস্য আকবর শেখ প্রমুখ।

সাংবাদিক ও পুলিশের ক্রিকেট

আপনজন : মঙ্গলবার তেহট্ট মহকুমা পুলিশ একাদশ বনাম তেহট্ট সাংবাদিক একাদশের একটি ক্রিকেট খেলা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বেতাই গুরুচাঁদ হরিচাঁদ স্টেডিয়ামে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ১৪ ওভারে ১৫৩ রান তোলে সাংবাদিক একাদশ। অন্যদিকে তেহট্ট মহকুমা পুলিশ একাদশ ৮ উইকেট হারিয়ে ১০৩ রান তোলে।

ছবি: আলফাজুর রহমান

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**